বাবু।

(সামাজিক নক্সা)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

(১৮ই পৌষ, সন ১৩০০।)

কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ষ্টার থিয়েটার হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২।

মূল্য ।৵০ আনা।



পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষ।

ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল	...	দেশহিতৈষী বাবু।
ফটিকচাঁদ চক্রবর্ত্তী	...	ষষ্ঠীর শ্যালক।
অশনিপ্রকাশ	...	বৈজ্ঞানিক বাবু।
সজনীকান্ত চাকি	...	সংস্কারক বাবু।
তিনকড়ী মামা।		
বাঞ্ছারাম সাধুখাঁ	...	ধর্ম্মধ্বজ বাবু।
দামোদর	...	সজনীর চেলা।
কন্দর্পকান্ত	...	ছোকরা বাবু।
গোবিন্ বাঁড়ুয্যে	...	কেরাণী বেচারি বাবু।
ভজহরি	...	গ্রাম্যমণ্ডল।
তিতুরাম গাঙ্গুলী	...	মৌতাতি ব্রাহ্মণ।
নদেরচাঁদ	...	কন্দর্পের ভৃত্য।
ভাগবত	...	ফটিকের খানসামা।
গুরুচরণ	...	সজনীর প্রতিবাসী সামান্য গৃহস্থ।
কৃষ্ণ, ঘনশ্যাম, চন্দ্র, বেণী	...	শিশু-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ।

গোরা ও বাবুগণ।

স্ত্রীগণ।

নীরদা	...	...	ষষ্ঠীর স্ত্রী।
ক্ষমাসুন্দরী	...	...	বাঞ্ছারামের স্ত্রী।
দয়িতদলনী	...	...	সজনীর স্ত্রী।
শীলদা } জ্ঞানদা }	...	...	ষষ্ঠীর প্রতিবেশিনী।
কায়েতঠাকুরঝী।			
আজিমা	...	...	কন্দর্পের মাতামহী।
শ্রীমতী	...	...	ষষ্ঠীর মাতা।
সৌধকিরীটিনী	...	...	দয়িতদলনীর কন্যা।

মহিলাগণ।

নান্দী।

কানন।

বৈষ্ণবীগণের বাবুনাম কীর্ত্তন।

আহা বেঁচে থাক্ বেঁচে থাক্ নব পুরুষ রতন।
শ্রীমতী শ্রীপদ স্মরি যারা ভাবে অচেতন॥
যেন কালজাম, ঘনশ্যাম চাম, আঁকা বাঁকা ঠাম,
টো টো টো টো কামে করে দেহের পতন॥
কাঁচে আঁখি ঢাকা, শিরে সিঁথি বাঁকা, কথা বাঁকা বাঁকা,
বাঁকা মুখে রাখা, কিবা দাড়ি আবরণ।
অঙ্গে পরা কোট, বাক্যে ভরা ঠোঁট, মুখে যত চোট,
কাজেতে চম্পট, তুলিতে পটোল সতত যতন॥
কখন বা বাবু কখন মিষ্টার,
পিতা হন ভ্রাতা, বনিতা সিস্টার,
সম্বোধনে নাহি সম্বন্ধ বিচার,
কিম্ভুত কিমাকার যেন কিসের মতন।
বেঁচে থাকে যদি, হবে নিরবধি, কত নব বিধি,
ছেড়ে দেবে দিদি যত চাল পুরাতন॥
ঘোমটা ঘোচাবে, খেমটা নাচাবে, নামটা বাজাবে,
পোড়া যমটা যদি সবে ছাড়ে গো এখন॥

বাবু।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ফটিকের বৈঠকখানা।

ফটিকচাঁদ ও ভজহরি।

ফটিক। তোমায় কে খ্যাপালে বল দেখি? খবরের কাগজে লিখলে দুর্ভিক্ষ ঘুচবে! আর ষষ্ঠেশালা আসল বদ্‌মায়েস, সে আমার কথা রাখবে! বরং বলতে গেলে পায়াভারি করে বসবে।

ভজ। আপনি একবার বলে দিন, তারপর আমিও হাতে পায়ে ধরবো, ষষ্ঠীবাবু আপনার পরম আত্মীয়, ভগ্নিপতি, অবশ্যই আপনার কথা রাখবেন।

ফটিক। আরে সে শালা বাপের কুপুত্র, আমিত সম্বন্ধী বই নয়।

(ভাগবতের প্রবেশ)

কিরে ভাগবতে কি খবর?

ভাগ। জমাইবাবু আইছন্তি, ই ভসাখণ্ড মতে দিলা, কই দিলা বড়বাবুক দিউ।

ফটিক। কি ভসাখণ্ড, এ যে টিকিট দেখছি।

ভাগ। হঃ টিকিস অছি, কিসর টিকিস মু কিমতে বুঝিব, আপনি পড়িকিড়ি স্থাথ। (টিকিট দান)

ফটিক। (টিকিট লইয়া নাম পাঠ) "মিষ্টার এস, কে, ভ্যাটাভ্যাল" ; কচুপোড়া খাও, ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল বুঝি এস, কে, ভ্যাটাভ্যাল হয়েছে ! তবু যদি সাহেবেরা মনে করে বাবু কোন ইডরু পিডরুর দৌহিত্র। (ভাগবতের প্রতি) তা উপরে আসতে বলনা, খামকা নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন ?

ভাগ। মুত কহিদিলা আপনি জমাই মনুষ আছ, ঘরের মনুষ, ধাকিড়িকিড়ি উপড় চড়ি যউ, ত মুতে ইংরজী কিচিমিচি কড়িকিড়ি কহিলা মুত বুঝল না, কহিল তু ভসাখণ্ড দিউ, নইতো আঁটিকাঁটি হবনা—না কঁড় কহিলা।

ফটিক। যা, যা, উপরে আসতে বল্।

[ভাগবতের প্রস্থান।

আঁটিকাঁটি কি—ওঃ (Etiquette) এটিকেট—দেখত শালার ঢং, শ্বশুরবাড়ী এসে কার্ড পাঠিয়ে এটিকেট ! দেখছ ভজহরি এই বেয়াদব বাঁদরকে তুমি গাঁয়ের দুর্ভিক্ষ ঘোচাবার জন্য ধরতে এসেছ।

ভজ। হামেসা সাহেব বাড়ী যাওয়া আসা আছে তাই ইংরেজি চাল হয়ে গেছে ; যা'হোক আমার দেখছি বড় শুভযোগ, কার মুখ দেখে যাত্রা করেছিলেম, আপনাকে আর কষ্ট পেয়ে যেতে হ'ল না, বাবু আপনিই উপস্থিত হয়েছেন।

(ষষ্ঠীর প্রবেশ)

ষষ্ঠী। (Halloo Halloo Halloo) হ্যাল্লো হ্যাল্লো হ্যাল্লো !

ফটিক। হুয়া হুয়া হুয়া !

ষষ্ঠী। ——morning মিষ্টার ফটিকচাঁদ।

ফটিক। তা'ত দেখতেই পাচ্ছি মিষ্টার ভ্যাটাভ্যাল!

ষষ্ঠী। (সেক্‌হাণ্ড করিতে যাইয়া) Ha' do' ye' do) হাডু-ডু-ডু?

ফটিক। (কপাটী খেলার ভাবে) ছেল্‌ দিগ্‌লে দিগ্‌লে দিগ্‌লে—

ষষ্ঠী। By all the devils, ও কিও!

ফটিক। হাডু-ডু-ডু খেলা নেহাত চেঙ্গড়ার কাজ, তাই ছেল্‌ কপাটী ধরিয়ে দিচ্ছিলুম, সে যা'হোক তুমি এসে পড়েছ এক রকম ভালই হয়েছে, নইলে আমায় আবার দৌড়ুতে হ'ত।

ষষ্ঠী। In—deed!

ফটিক। মাই—রি-ই-ই! এই পাড়াগেঁয়ে ভূতটীকে কে খেপিয়ে তুলেছে যে তুমি এখন বড় লায়েক হয়েছ, কোম্পানির সোণার কাটী রূপোর কাটী; এদের দেশে বড় আকাল পড়েছে, তুমি নাকি দুকলম লিখলে আর দুটো স্পিচীকাই ঝাড়লেই, হয় পড়্‌ পড়্‌ করে খেতে ধানগাছ বেরিয়ে পড়বে, নয় কোম্পানি বাহাদুর অন্নছত্র খুলবেন, আমায় ধরে বসেছে তোমায় বলে দিতে, এখন যা হয় কর।

ষষ্ঠী। Now look here মিষ্টার ফটিক, I am out on a social mission, I can't attend to political affairs just now.

ফটিক। যা হয় একটা বলে দাওনা বাবু, আমার কাছে আর এ ঘ্যাঙা কেন।

ষষ্ঠী। Oh no, tell him to see me between two and three in the afternoon on Friday, he must send a memorial signed by all the respectable ryots to our association; but has he got funds sufficient to go on with the preliminaries?

ফটিক। টাটু হামটু বলটু পারটু নু, কাঁ কুঁয়া কুঁ ঘিচি ঘিচি ঘ্যাঙ।

ষষ্ঠী। Don't you be joking in these serious affairs, what do you mean ?

ফটিক। ঘিনি ঘিনি ঘিন্,—লুক্ লুকা লুক্, পুক্ পুকা পুক্, পুকুৎ পুকুৎ পাক্।

ষষ্ঠী। সকাল বেলাই নেশা টেশা করেছ না কি, বক্‌ছ কি ?

ফটিক। পথে এস বাবা, দিশি বুলি ঝাড় আমিও জবাব দিচ্ছি, বিদ্‌খুটে চাল চাল কেন ? এলে শ্বশুরবাড়ী পাঠালেত কার্ড, তারপর দুজনেই আমরা বাঙ্গালি তায় কুটুম্ব, আমি কি বাবার ভাষা বুঝতে পারিনি ; আচ্ছা তুমি ইংরেজীতে বেশী লায়েক ইংরেজী ঝাড়ছ আমিও চীনের বুলি বলছি।

ভজ। মশাই, আপনারা বোট্‌কেরা পরে করবেন, গরিব বড় দায়ে পড়ে এসেছে, নিবেদনটা অবধান করুন।

ষষ্ঠী। কি তোমার দরখাস্ত, কি নাম আছে তোমার গ্রামের ?

ভজ। আজ্ঞে বর্দ্ধমানের সান্নিধ্যে কাঙ্গালডাঙ্গা, দু সন ধান হয়নি, মশাই, না খেয়ে সব মরে উজর উঠে গেল, শুনেছি আপনার কলমের ভারি জোর, বক্তিমেরও খুব ঠমক, যদি গরিবদের উপর দয়া করেন।

ষষ্ঠী। কত টাকা উঠেছে চাঁদা ?

ভজ। আজ্ঞে পেটে অন্ন নাই চাঁদা দেবে কে ?

ষষ্ঠী। Then go away, go away, don't come bothering here.

ফটিক। কাঁ কুঁয়া কুঁ কিচির মিচির কাঁই।

ষষ্ঠী। থাম ফটিক, তোমাদের গাঁয়ে আমার খবরের কাগজ কেউ subscribe করেনা, আমি সেখানকার জন্য "for nothing" লিখতে পারিনে।

ভজ। মশাই যদি একবার স্বচক্ষে গ্রামের দুর্দ্দশা দেখেন তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনার দয়া হবে, পয়সা খরচ করবার লোক কোথায় মশাই, অধিকাংশই দুঃখী চাষা লোকের বাস, উপরি উপরি দুসন ফশল না হওয়ায় নিজেদের কথা দূরে থাক ছেলে পুলেদের মুখে যে দুটী অন্ন দেবে তাও রোজ জোটেনা। আপনার নাম শুনেই এসেছি আপনার কাগজের ভারি মান, শুনতে পাই লাটসাহেব শুদ্ধ পড়েন, গ্রামের অবস্থাটা যদি জোর কলমে দুএক ছত্র লেখেন তাহ'লে গভর্মেণ্ট হ'তে সাহায্য হ'তে পারে, অনেকগুলি প্রাণীর প্রাণরক্ষা করেন।

ষষ্ঠী। তা হচ্ছে না, নিদেন তোমাদের গ্রাম থেকে আমার কাগজ দশখানি করে নিতে হবে, তার বার্ষিক মূল্য আগাম চাই, ডাকমাশুল শুদ্ধ একশ টাকা; আমার চেহারাও এক ডজন নিতে হবে, তার দাম চব্বিশ, বাঁধিয়ে তোমরাই নিও। আচ্ছা তোমাদের গ্রাম গরিব বলছ, উদ্ধার ভাণ্ডারের চাঁদা বেশী না হয় পঞ্চাশ—না তোমরা বুঝি আবার গোঁড়াহিন্দু শস্থি দাওনা—তবে একান্নই দিও; তাহ'লে এডিটোরিয়েলে হবে না লোক্যালে একটা প্যারা লিখে দেব তখন।

ভজ। একশ পঁচাত্তর টাকা! আজ্ঞা ঘর ঘর ঘটী পাথর বেচলে এর সিকি টাকা উঠবে না, আর আপনার ইংরেজী কাগজ পড়বেই বা কে, গ্রামেরত কেউ ইংরেজী জানেনা, প্রায় সব চাষাভূষ লোক—

ষষ্ঠী। অ্যাঁ, ইংরেজী জানেনা! তবে সে গ্রাম থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি, সে গ্রামের জন্য আমি কিছু কর্‌তে পারিনে; তাহ'লে গোড়ায় একটা বড় রকম চাঁদা তুলতে হবে; হাল গোরু লাঙ্গল সব বেচে আমায় একটা ফণ্ড তুলে দিক, আমি সেখানে একটা স্কুল খুলে দিচ্ছি, আগে ইংরেজী পড়তে শিখুক তবে তাদের জন্য আমাদের মত সভ্য লোকেদের দয়া হবে, Sympathy পাবে।

ফটিক। তবে হালি বংশটা যা আছে তার ধ্বংস না হ'লে আর কিছু হচ্ছেনা।

ষষ্ঠী। না; আর ধরতে গেলে তারা মলে দেশের উপকারও বটে, লোক সংখ্যা বড্ড বেড়েছে ম্যাল্‌থসের মতে দুর্ভিক্ষ বা মড়ক হয়ে কিছু কমা উচিত; তা লেখাপড়া জানা সভ্য লোকের চেয়ে ওরকম মূর্খ চাষা লোকদেরই মরা কর্ত্তব্য।

ফটিক। তা অসভ্য বেয়াদব বেটারাত মরতে চায়না! নাও বাবুকে কিছু নগদ দাও, একটা কর্ত্তব্য জ্ঞান শিখে গেলে।

ভজ। মশাই বড় আশা করে এসেছিলেম আপনাকে একবার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গ্রামের অবস্থা দেখাব, স্বচক্ষে দেখলে দয়া হবেই হবে।

ষষ্ঠী। আমি যেতে পারি—

ফটিক। আমার দোনলা বন্দুকটা দেব নাকি কতকগুলো মানুষ মেরে আসবে? মৃগয়াও হবে, দুর্ভিক্ষও দমন হবে, এক কাজে দুই ফল।

ষষ্ঠী। Stop a moment.

ফটিক। ঘটাঘট্ট ঘট্ ফোমেণ্ট।

ষষ্ঠী। শোন, আমার খরচা দিয়ে নিয়ে চল, যাচ্ছি।

ভজ। আজ্ঞা তা দেব বৈকি তা দেব বৈকি, কষ্ট করে যাবেন আবার কি গাঁঠের পয়সা খরচ করবেন। আপনার যাওয়া আসার ইণ্টারমিজের রিটাইন টিকিটটা কিনে দেব, তার জোগাড়টাও এক রকম কষ্টে শ্রেষ্টে করে এসেছি।

ষষ্ঠী। দেখছি তোমরা অতি অসভ্য যায়গায় থাক, দেশ হিতৈষীতার কি কি দরকার কিছুই জাননা, তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করতে যাব, আমি ইণ্টারমিডিয়েটে গেলে আমায় চিনবে কে! ফার্ষ্টক্লাশে যাবার আসবার টিকিটের দাম ঠিক কর, আর আমি কেল্‌নারের হোটেলে খাব, লেক্‌চার দেব তার জন্য একজন ফিরিঙ্গী রিপোর্টার এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে, তার সেকেণ্ডক্লাশের ভাড়া, আর ফি যে ক'টাকা নেয়। তারপর আমি যে যাচ্ছি তার জন্য রাজসাহী, ঢাকা, যশোর, পাটনা, বেনারস, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সিলোন, বিলেত আর যে যে জায়গায় আমাদের ব্রাহ্মসভা আছে সেখানে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে;—ষ্টেসন থেকে গ্রামে যাবার জন্য পাল্কী ঠিক করো, আর গ্রামে ঢুকতেই দেবদারু পাতা দিয়ে নিশেন টিশেন দিয়ে একটা ফটক বাঁধা থাকবে,—রাত্রিতে আলো হওয়া চাই, আর নহবত—আর কল্‌কেতা থেকে যদি একদল সখের কনসার্ট নিয়ে যেতে পারত ভাল হয়।

ফটিক। আর দেখ অমনি একটী ছাওয়াল ছোয়ালগোছের কনে ঠিক করে রেখ। বাবু আসবার সময় বিবাহ করে আসবেন, তাহ'লেই তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষ দূর হবে।

ভজু। আজ্ঞা তাহ'লে দেখছি আপনা হ'তে আর উপায়

হচ্ছেনা। এত টাকাই যদি খরচ করতে পারবে তবে আর খেতে না পেয়ে মরছে কেন!

ষষ্ঠী। কেন জমীদারকে দিতে বল; তোমাদের জমীদার কে?

ভজ। আজ্ঞা সীতানাথ সিঙ্গি, তাঁদের অবস্থা এখনত ভাল নয়,—সরিকানী মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্তপ্রায় হয়েছেন ; তবে খাজনার বিষয় কারুর উপর পেড়াপীড়ি করেন না এই যথেষ্ট, আবার ঘর থেকে খেতে দেন কি করে!

ষষ্ঠী। সীতানাথ সিঙ্গি তোমাদের জমীদার? Oh that scoundrel! জমীদারদের ভিতর অত বড় পাজী অত্যাচারী আর নাই, আমার কাগজখানা নিচ্ছিল তা বন্ধ করে দিয়েছে, উদ্ধার ভাণ্ডারের চাঁদার জন্য লোক পাঠালেম তা পঞ্চাশটী টাকা বই দিলে না, তা সেত যে লোক গিয়েছিল তার খাওয়া দাওয়া ট্রেনভাড়া কমিশনেতে খেয়ে গেল। I owe him a grudge; তা এতক্ষণ বলনি কেন? আচ্ছা তোমাদের কাজ আমি অমনি করে দেব, কিন্তু খাজনা দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দাও, তাহ'লে মেদনীপুরের বন্যার চাঁদার টাকা এখনও আমার কাছে জমা আছে তাই থেকে খরচা কেটে নিয়ে তোমাদের গ্রামের জন্য আমি লাগছি। বেশ হয়েছে একটা প্লি পাওয়া গিয়েছে, লেখা যাবে যে জমীদারের পীড়নে প্রজারা মারা যাচ্ছে।

ভজ। আজ্ঞে জমীদারেরত কোন অত্যাচার নাই—

ষষ্ঠী। তৈয়ারি করে নেব, অত্যাচার তৈয়ারি করে নেব, সেজন্য তোমাদের কোন ভাবতে হবে না।

ফটিক। কলমের জোর কত গো জোর কত, ইংরেজীটা

বেশী রকম শিখলে "হাঁ"কে "না" করা যায়, বাবুরা একেই বলে ডিপ্লোমেঁসি।

ষষ্ঠী। এখন যাও সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা করো, আমার বার্থডে ডিনারটা কবে ফেলেছে দেখে তবে যাবার দিন স্থির করে দেব।

ভজ। আজ্ঞে তবে এখন আসি, প্রণাম হই।

ষষ্ঠী। প্রণাম! হাঃ হাঃ হাঃ! কি বলতে হয় ফটিকচাঁদ।

ফটিক। "জয়স্তু" তা পোড়ার মুখদে বেরুবে না, ডান পা তুলে বন্থিনাথের গোরুর মতন আশীর্ব্বাদ কর।

[ভজহরির প্রস্থান।

ষষ্ঠী। ফটিক পবলিকম্যান্ হওয়ার একবার ঝঞ্জটটা দেখছ, পরের কাজ করতে করতেই গেলেম।

ফটিক। কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে ছেড়ে দাওনা, বড় লোক হ'তে গেলেই ওসব বিপদ আছে, তবে কি জান, ছাড়তে পাচ্ছনা, কেমন? আপনা আপনির ভিতর বলছি, কাজটা নেহাত বেমুনফারও নয়।

(তিতুরামঠাকুরের প্রবেশ)

তিতু। এই যে ব্যাটম্বল বাবু কেমন ধরেছি, বাড়ীতেত দেখা পাবার যো নেই টিকিট করেছ, ভাগ্যে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম তাই এই দরজায় তোমার ট্যাট্যাম ট্যাম দেখতে পেলেম।

ফটিক। ও বাবা, এ আবার কে! এও তোমাদের একজন দেশহিতৈষী নাকি! তুমি কি বাবু বল্লে হে?

তিতু। ব্যাটম্বল বাবু।

ফটিক। বাঃ বাঃ! পৈতৃক বটব্যালকে নির্জ্জিত করেছ ভ্যাটাভ্যাল, এ তলপিদারটী তাকে ব্যাটম্বল করে তুলেছে বুঝি।

ষষ্ঠী। কি আমায় খুঁজছ, তুমি চাও কি।

তিতু। আর চাই কি, এইটে কি কলির ধর্ম্ম! বাবা সেবারে টেক্স আফিসের কাম্মিরী হ'বার জন্যে আমায় ধরলে, পাড়ার লোকটা বলে আমি আড্ডাধারীকে ধরে তার ঘোঁট ক'টা তোমায় দিইয়ে দিলুম, তখনত বাবা চাঁদ হাতে দিয়েছিলে, এখন শেষ আমাদেরই উপর নেমকহারামীটা করতে যাচ্ছ!

ষষ্ঠী। ওহোহো তুমি সেই আমাদের পাড়ায় থাকনা?

তিতু। খুব বল্লে বাবা, বন কেটে বাস গাঙ্গুলীদের, তুমি কালকের বাসাড়ে, তুমি আমায় বল্লে কি না "আমাদের পাড়ায় থাকনা?" কোন দিন দেখছি বলে বসবে অক্রূরদত্তের বাড়ী আমার কানাচে, আর সেই কাম্মিরী ঘোঁট নেবার সময় যে বাবা এই তিতুরামের দরজায় সাতবার ডাকাডাকি করতে, তিতুরামের দরজার মাটি রাখনি, ইষ্টিগুরু দেখলে মাথা নোয়াওনা, তখন আমার পায়ের ধূলো নিয়ে চামড়া তুলে দেছলে যে; আর এখন বাবা লাটসাহেবকে বলে কয়ে আমাদেরই মাথায় কুড়ুল মাচ্ছ—মুল্লুক থেকে আফিমটা উঠিয়ে দেবার চেষ্টায় আছ; শুনলুম তুমি তামাতুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে সাক্ষী দিয়ে এসেছ যে—আফিমটাতে দেশ মজাচ্ছে, মৌতাতি লোকেতে চোর হয়ে থাকে,—কবে চাঁদ তোমার বিদ্যার মন্দিরে সুড়ঙ্গ কাটতে গিয়েছিলুম? গঙ্গাজলি কচ্ছো মহাব্যাধি হবে যে।

ষষ্ঠী। ওহোহো, তুমি সেই ওপিয়ম কমিসনের কথা বলছ? তা কি জান, তুমি এসব বুঝবে না, বিলেতের বড় বড় সাহেবরা

বেশ ঠাউ়রে দেখেছেন, যে আফিমই আমাদের দেশের যত অনিষ্টের মূল, এর চাষবাস কারবার উঠিয়ে দেওয়াই উচিত।

তিতু। বিলেতের সাহেবেরা ধুয়ো ধরেছে আর ব্যাটম্বল অমনি বাবা তোমরা নেচে উঠেছ? ও বেরাল চোখোদেরত তোমরা চেননা, খবর নিয়েছিলে ভেতরের ব্যাপারটা কি? ওদের মামাত পিস্তুত ভাইদের সেখানে সব মদের ভাঁটী আছে তাই আমীরি নেশাটা উঠিয়ে দিয়ে কোন রকমে মাতা-লের একযাই করতে চায়; বাবা খবরদার তাদের শলায় পড়োনা পড়োনা, নেশাটা আসটা না করলে মনিষ্যি বাঁচতেই পারেনা, দেখনি বাবা খুদে খুদে শৈশবগুলো খেল্‌তে খেল্‌তে ঘুরপাক খায়, খেয়ে একটু টলাটলি করে; আমীর দুর্গানাথ বাবুর একটা শালিক আছে, সেটাও বিকেলে পাঁচটা বাজে আর হাই তুলতে থাকে, পায়রা মটর ভোর তার মৌতাত, এই আমীরি মৌতাত উঠিয়ে দাও যদি বাবা দেখবে খালি মাতালের প্রেতকীর্ত্তি হচ্ছে,—দাঙ্গা হাঙ্গাম, খুনোখুনি, মারামারি,—তা অপিক্ষে ঐ ঠাণ্ডা মৌতাতটা কি ভাল নয়? নির্ব্বিরোধী লোক আমরা, আমাদের উপর হাঙ্গাম কেন বাপ? মাটিতে যে আমরা পা ফেলি তাও অতি সন্তর্পণে, পাছে মা বসুমতী ব্যথা পান!

ষষ্ঠী। আফিমত খারাপই, তাও যদি না উঠাতে পারি—গুলি!—কি বল তুমি? গুলির চেয়ে খারাপ জিনিস আর আছে।

তিতু। বাবা তোমরা পাশ দিয়েছিলে কি খালি বিয়ের সময় রূপোর ঘড়া মারবার জন্যে, বুদ্ধি সাধ্যি কি কিছুই হয়নি?

এই যে গুড়ুক তামাক খাও একি বাবা ড্যালা করে মুখে পূরে দাও, না হুঁকোতে সেজে আরাম করে ধোঁয়াটী খেয়ে থাক; তেমনি আমরা আফিমের রিফাইন করা গ্যাসটুকু সেবন করি বইত নয়। আর বাবা সকাল বেলা চল দেখি লালবাজারের পুলিষ আদালতে, ক'টা বা মাতালই ধরাপড়ে, আর ক'টা মৌতাতি লোকই বা জরিমানা দিয়ে থাকে; আর তুমি একটা দেখিয়ে দাও, আফিমে কা'র সর্ব্বনাশ হয়েছে, আর আমি তোমায় লম্বা ফিরিস্তি দিচ্ছি যে মদে কত কুবেরের ঐশ্বয্যি উড়ে গেছে, তা'দের মাগ ছেলেরা না খেতে পেয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একটু কাহিল দেখে ঠাট্টা কর কিন্তু কতকাল মৌতাতের পর শরীরের এভাব দাঁড়িয়েছে তা কি খবর রাখ? মদে যে এতদূর পৌঁছুতেও হয়না বাপ, রক্ত মাংস থাকতে থাকতেই সিঙে ফুঁকিয়ে দেয়; এই যে বাবা কখানা হাড় দেখছ টেঁক্‌বে কত কাল, বাবা বেউড় বাঁশের লাঠির মতন ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় পেকে আছে; আর তোমরা ঐ বোতলের বিষগুলো খেয়ে খালি ফানসের মতন ফুলে আছ বৈতনয়—টুস্কিটীর ভর সয়না, ফস্-করে ফেঁসে যাবে।

ষষ্ঠী। তুমি কি জাননা, কত লোক, কত অবলা বালা এই আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করে।

তিতু। তাই বুঝি বাবা আফিমটী উঠিয়ে দিতে হবে—বলি গলায় দড়ি দিয়েও ত লোকে মরে থাকে, জলে ডুবেও কেউ কেউ ভব-যন্ত্রণা এড়ায়, তবে বাবা পোস্তর ঢেঁড়ির সঙ্গে সঙ্গে অমনি পাটের চাষটাও উঠিয়ে দাও, আর দড়ি যেন না তৈয়ার হয়; আর কুমোরের অন্নটাও মার

কল্‌সী গড়া বন্ধ কর; আর একটা দমকল বসিয়ে মাগঙ্গাকে শুষে ফেল।'

ষষ্ঠী। যাও যাও।

তিতু। যাচ্ছি বাবা—কিন্তু বাবা দেখ, সাবেকি লোকের একটা পরামর্শ শোন, তোমাদের বোকা পেয়ে ধোঁকা দিয়ে যেমন আফিম ওঠাবার কমিসন পাঠিয়েছে, তেমনি তোমরাও এক জোট হয়ে সেই বিলেত সহরে মদ ওঠাবার কমিসনি পাঠাও, আপনার আপনার মৌতাত ছেড়ে কে কতটা থাকতে পারে দেখা যাক; আর পহিলে নম্বর এখানে বিলেতি মদটা আমদানীর রেওয়াজ বন্ধ করে দাও দেখি; আমাদের আড্ডাধারীদের যদি ফেইল করেন আমরাও ওঁদের ভাঁটীওয়ালাদের ইন্‌সল্‌ভ্যাণ্ট নেওয়াচ্ছি, আমাদের কাছে এই বন্দোবস্ত; আর চীনে সাহেবরা খুব ধড়িবাজ আছে তার জন্য ভাবনা নেই, সেখানে আফিমের রপ্তানী বন্ধ করেন তারা নিজের মুল্লুকে মালের চাষ করবে, তবু ওঁরা যা ভাবছেন, মদ ধরে কাহিল হয়ে পড়বে, তা হবেনা।

ষষ্ঠী। যাও যাও।

তিতু। যাচ্ছি বাবা, জ্যাণ্টল্‌ম্যান লোক কি আর তোমাদের কুসংসর্গে অধিকক্ষণ থাকে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠী। দেখেছ ফটিক, আমাদের দেশের লোকের একবার অন্যায়টা দেখেছ; বিলেতের কতকগুলি সদাশয় সাহেব আমাদের দেশের দুঃখে দয়া করে এই আফিমটা ওঠাবার চেষ্টা কচ্চেন, আমরা তা'তে সহায়তা কচ্ছি, আর অমনি কতকগুলো লোক তা'র বিরুদ্ধে লেগেছে; তুমি কি মনে কর

এই গুলিখোরটা নিজের বুদ্ধিতে এসেছিল; এর ভিতর তোমাদের মাথাল মাথাল অনেকে আছেন, যাঁরা পিছনে থেকে কল টিপছেন। একটা কত বড় ফ্যালেসস্ আরগুমেণ্ট তুলেছে জান, যে আফিম উঠে গেলে মদের চলন বাড়বে, সুতরাং আফিম উঠাবার প্রয়োজন নাই, হাউ রিডিকুলাস্। একটা বড় অনিষ্ট বাড়বে বলে আর একটা ছোট অনিষ্টকে নির্ম্মূল করবে না।

ফটিক। দেখ আমি দাঁড়িয়ে শুনছিলুম, কোন কথাই কইনি; কিন্তু বিলেতের সাহেবরা সময়ে সময়ে যখন দয়াল হ'ন তখন আমার একটু একটু পিলে চমকে ওঠে; একবার সেখানকার কতকগুলি কল কারখানাওয়ালা সাহেব হঠাৎ আমাদের এখানকার কারখানাওয়ালা মজুরদের উপর কৃপা করেছিলেন, করুণাবলে বেচারাদের রোজগারটা আসটা কমে গিয়ে এখন বেশ সুখে আছে; আবার এই আফিমের করুণা জেগে উঠেছে—আমাদের টেক্সর টাকা ভেঙ্গে কমিসনের খরচা চলছে—তা'ত চলবেই ধরা কথা—তা'র উপর শুনেছি ঐ লোকটা যা বল্লে মিথ্যা নয়, বিলেতে কোন কোন বড় বড় লোকেরও নিজের মদের ভাঁটী আছে, তাতেই করুণার অর্থটা কেমন কেমন ঠেকে। আর ঐ অনিষ্ট উঠান সম্বন্ধে তুমি যা রিডিকুলাস্ না ফিডিকুলাস্ বল্লে, আমিত তা'তে অতটা বেকুবি দেখছিনে, সহজ বুদ্ধিতে এই আসে যে একটা ছোট রকমের অনিষ্ট থাকলে যদি একটা বড় অনিষ্ট বন্ধ হয় তাহ'লে বরং ছোট অনিষ্টতা থাকতে দেওয়াই ভাল, আফিমের চেয়ে মদে যে বেশী অনিষ্ট হয় তা'র আর সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠী। ও কথা থাক, এসব তর্ক তোমার সঙ্গে তখন আর

একদিন হবে, এখন যা বলতে এসেছিলুম শোন, কাল সকালেই তোমার ভগ্নীকে আমাদের ওখানে যেতে হবে, আমি টম্‌টম্ পাঠিয়ে দেব।

ফটিক। নীরদা কি টম্‌টম্ হাঁকিয়ে যাবে নাকি!

ষষ্ঠী। She ought to.

ফটিক। আমি বলছিলুম কি, টম্‌টম্ ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ না পাঠিয়ে একটা বেলুন পাঠিয়ে দিও, তুমি ভারত উদ্ধারের সর্দ্দার পাণ্ডা তোমার পরিবার উড়তে উড়তে গেলেই ভাল দেখায়।

ষষ্ঠী। তবু ভাল যে একটা বৈজ্ঞানিক ঠাট্টা করলে; তা টম্‌টম্ হাঁকাতে না পারেন আমি আফিস-গাড়ী আসতে বলবো; পাল্কীতে যাওয়াটা আমি পছন্দ করিনা, অসভ্য উড়েবেহারাগুলো গজ্ গজ্ করে বড় অশ্লীল কথা কইতে কইতে যায়।

ফটীক। তা এত তাড়াতাড়ি যাওয়া কেন?

ষষ্ঠী। ওঃ কাল আমার ওখানে Conversazione হবে, বিস্তর লেডিস্ এণ্ড জেণ্টলমেন এক সঙ্গে মিলবেন; রাজ-নৈতিক, সামাজিক তর্ক হবে।

ফটিক। তা নীরদা ত তোমারও তর্ক মর্ক বোঝেনা, তা'কে রেহাই দাওনা কেন?

ষষ্ঠী। Oh Heavens! that's impossible; তাঁকে থাকতেই হবে, তিনি হচ্ছেন হোষ্টেস্।

ফটিক। হোষ্ট হোষ্টেস্, ঘোষ্ট ঘোষ্টেস্!

ষষ্ঠী। ঠাট্টা রাখ, নাও পাঠিয়ে দিও; Ta-ta—Ta-ta.

ফটিক। অমনি অমনি প্যাঁটা প্যাঁটা, আর হাত কাড়া-কাড়িতে কাজ নেই, সেকহাণ্ডের চোটে নড়া ছিঁড়ে যায়।

[ষষ্ঠীবাবুর প্রস্থান।

শালারা দেশহিতৈষী হয়ে আছে এক রকম মন্দ নয়, খালি চাঁদা তুলছে আর লম্বা লম্বা চাল চালছে; আমি যে হেসে ফেলি, নইলে চাকরি বাকরি নেই, একটা দেশহিতৈষী ফেশহিতৈষী হ'লে হ'ত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কন্দর্পের বাড়ীর রাস্তা।

স্বাধীনা মহিলাগণ।

(গীত)

পতি মলে হাতের বালা খুলবনা লো খুলবনা।
বিচ্ছেদ আগুন প্রাণে আরত জ্বালবনা লো জ্বালবনা॥
আমরা সবাই বিদ্যাবতী,
আসলে পরে দোসরা পতি,
টানলে প্রাণ তা'র পানে সই, কেন চলবনা লো চলবনা॥
হালের পতি হাতে ধরে,
বলে আমি পটোল তুল্লে পরে,
আনতে ঘরে নূতন বরে, সতী ভুলবেনাত ভুলবেনা॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাধারণ গৃহ।

সজনীকান্ত ও অশনিপ্রকাশ।

অশনি। তা'ত বলছি, হিঁদুরা যেমন দশহাত, পাঁচ মাথা, লাল নীল সবুজ, এই রকম সব পুতুল গড়ে পরমেশ্বরের মূর্ত্তি বলে, তা আমি স্বীকার করিনা, কিন্তু তা বলে যে আপনারা নিরাকার নিরাকার করেন সেটাও ভুল।

সজনী। তবে অশনিবাবু, আপনি কি বলেন ঈশ্বরের আকার আছে?

অশনি। Certainly, নইলে সায়েন্সই মিথ্যা—and that's impossible. আপনি জানেন এই যে হাওয়া, এরও একটা ফরম্ অর্থাৎ আকৃতি আছে, মাই-ক্রস-কোপের দিন দিন যেরূপ উন্নতি হচ্ছে তা'তে বেশ আশা করা যায় শীঘ্রই এমন একটা যন্ত্র তৈয়ার হবে—যে ঈশ্বর যদি থাকেন—তাঁকে সকলেই এ যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে দেখতে পাবে, কিন্তু সে দেখায় সায়েন্সের গৌরব ছাড়া আর যে কিছু ফল আছে তা'ত আমি বুঝতে পাচ্ছিনে। এই সায়েন্টিফিক্ এজে সজনীবাবু আপনি লেখাপড়া জেনে ঈশ্বর বলে একটা আশ্চর্য্য বস্তু মনে করেন এটা বড় লজ্জার কথা।

সজনী। কি জানেন অশনিবাবু, তিনি যখন আমাদের মতন জীবকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন তখন তাঁ'র কার্য্য আশ্চর্য্য বলতে হবে বইকি।

অশনি। হ্যাঁ ঐ সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টিকর্ত্তা বলে আপনারা তাঁকে

ভারি বাড়িয়ে তুলেছেন; সৃষ্টি যে কেউ করেছে আমি তা মানিনে, ফিজিক্যাল চেঞ্জে সবই আপনা আপনি হচ্ছে; আর যদিই কেউ করে থাকে তা'তে আর বেশীটা কি—না হয় সেই ঈশ্বরই বল আর যাই বল তিনি না হয় একটু বেশী সায়েন্সই পড়েছিলেন, আমাতে তাঁ'তে এই ছাড়া আর কিছু অধিক তফাৎ দেখতে পাচ্ছিনে; আমি যদি half an ounce protoplasm পাই তাহ'লে আমিও এখনি একটা সৃষ্টি করতে পারি।

(ভাইদামোদরের প্রবেশ)

দামো। ভ্রাতা সজনীকান্ত, ভ্রাতা সজনীকান্ত, বড় সুসংবাদ, ভাই গোবর্দ্ধনের চিঠি এসেছে—সাঁওতালগণ দলে দলে আমাদের প্রেমধর্ম্ম আলিঙ্গন কচ্ছে।

সজনী। বটে, বটে, কার চিঠি বল্লে? ভাই গোবর্দ্ধন, কোন গোবর্দ্ধন?

দামো। ভগিনী তরঙ্গিণী মাশ্চটকের স্বামী-ভ্রাতা।

সজনী। বেশ, বেশ—ধন্য, ধন্য ভগিনী তরঙ্গিণী! ভাই পদ্মলোচন আজই রাত্রে নাড়াজোলে যাবেন ত?

দামো। না, তিনি যেতে পাচ্ছেন না, তাঁ'র যাওয়ার কথা শুনেই ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরী কর্ম্মকার একেবারে অনবরত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন কচ্ছেন; ভগিনী দ্বিতীয়বার বিধবা হ'য়ে সম্প্রতি "ঘেঁটু কুটীরে" এসেছেন, নিদারুণ বৈধব্য যন্ত্রণায় এমন আকুল যে শিশু সন্তানটীকে পর্য্যন্ত কোলে করতে পারেন না, যা কিছু ধৈর্য্যধরে আছেন সে কেবল ভাইপদ্মলোচনের বিশেষ উপদেশে।

অশনি। তা যদি বেশী দরকার থাকে তবে পদ্মলোচন

বাবুকে কোথায় পাঠাচ্ছেন পাঠাননা, বৈধব্য যন্ত্রণার জন্য ভাববেন না, আমি তা নিবারণ করে দিব।

দামো। কে, অশনিবাবু, আপনি! আপনি কি আমাদের সম্প্রদায়ে আসতে রাজী আছেন—ভগিনীকে বিবাহ করতে প্রস্তুত আছেন?

অশনি। না না, আমি ভগ্নী টগ্নীকে বিবাহ করবো না; ভগ্নী কেন—আমি মানুষকেই বিবাহ করবো না, ইলেক্‌ট্রিসিটী দ্বারা যদি কখনও আমার ছেলেপুলে হয় তা হবে, নয়ত আমার নির্ব্বংশ হওয়াই কর্ত্তব্য! তবে আমি সায়েন্সের দ্বারা বৈধব্য যন্ত্রণা ঘোচাতে পারি।

সজনী। সায়েন্সের দ্বারা—সে কি রকম!

অশনি। কেন—ডাক্তারেরা যখন বড় বড় সারজিক্যাল অপারেসন্ এমনতর করে করতে পারেন, যে পেসেণ্টরা কোন কষ্টই টের পায়না, আর এই সামান্য বৈধব্য যন্ত্রণাটুকু নিবারণ হয়না? আমার বোধহয় আমি এমন একটা গ্যাল্‌ভানিক ব্যাটারি তৈয়ার করতে পারি, যা দুহাতে ধরে থাক্‌লে বৈধব্য যন্ত্রণা একেবারে অসাড় হয়ে যাবে।

সজনী-দামো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(হাস্য)

সজনী। (জীবকাটিয়া) অ্যাঁ! কল্লুম কি—কল্লুম কি। অশনিবাবু যদিও আপনার সায়েন্স—আমার ধর্ম্ম—প্রোফেসন আলাদা, কিন্তু মনে করবেন অনেক দিনের আলাপ তাই আমি আপনার হাতে ধরে মানা কচ্ছি এ কথাটী কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।

অশনি। কি কথা, কই আপনি ত কিছু করেননি;—

সজনী। আর করিনি, মহাপাতক করেছি, আমরা দুজনেই অশ্লীল হাসি হেসে ফেলেছি।

অশনি। তা হাসলে দোষ কি, লাফিং গ্যাস বলে এক রকম গ্যাসই আছে যা শুঁকলে আপনা আপনিই হেসে ফেলতে হয়।

সজনি। না না অশনিবাবু, আপনি সায়েন্সই পড়েছেন, ধর্ম্মের কিছু জানেন না, হাসিটা বড় অশ্লীল কার্য্য, এ পৃথিবী কাঁদবার যায়গা, সর্ব্বদাই কাঁদা কর্ত্তব্য!

অশনি। তা বারণ কচ্ছেন, বেশ, বলবনা।

দামো। তবে নাড়াজোলে কে যায়, কা'কেও ত দেখতে পাচ্ছিনা—

সজনী। ভ্রাতা তোমাকেই দেখছি যেতে হ'ল।

দামো। আমাকে!

সজনী। হ্যাঁ, যেমন করে হ'ক আমাদের দলে শীঘ্রই যত অধিক পারা যায় "ভ্রাতা ভগিনী" আনতে হবে, ষষ্ঠী বটব্যালের দল ক্রমে পুরু হয়ে উঠছে; আমরা বাপ মা ছেড়ে জাত খুইয়ে এত বিধবা বা'র করে তা'দের বে দিয়ে ভারত উদ্ধার করতে পারব না—আর ষষ্ঠী বটব্যাল আর তা'র চেলারা লেকচারের কুহকে ভুলিয়ে যে থামকা ভারত উদ্ধার করে নামটা কিনে নেবে তা কথনই প্রাণে সহ্য হবেনা; ভারত উদ্ধার যদি আমাদের দ্বারা হয় ত হবে, না হয় ভারত উৎসন্ন যাক!

দামো। জয় ভারতের জয়!

সজনী। "সত্যমেব জয়তে" "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" হে আত্মারাম! আমাদের বল দাও, ষষ্ঠী বটব্যালের ভারত উদ্ধারের চেষ্টা যেন নিষ্ফল হয়!

অশনি। তা হবে, ভারত উদ্ধার যদি হয় লেক্‌চার দিলেও হবে না; বিধবার বে দিলেও হবে না; আমরা যদি কখনও স্বাধীন হই তা নিশ্চয় জানবেন সে সায়েন্সের সাহায্যেই হবে। কলাগেছের কাছে গঙ্গার ভিতর তার দিয়ে এমন একটা ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট চালাতে হবে যে ইংরেজের জাহাজ ওখানে পৌঁছিলেই ভুস্‌ করে ডুবে যাবে। আপনাদের যে একটু পারসিভিয়ারেন্স নাই; দিন কতক ধৈর্য্য ধরে থাকুন না, ইলেকট্রিসিটীর ক্ষমতাটা দিন দিন কত বাড়ছে দেখছেন ত; টেলিফোঁ হচ্ছে, ফনোগ্রাফ হচ্ছে, ইলেকৃট্রিসিটীতে জাহাজ চলছে, ট্রাম চলছে—দেখে নেবেন আমি যদি বেঁচে থাকি—আর তা থাকব, কেননা আমি রোজ দুবেলা খানিকটা করে ইলেকৃট্রিসিটী খাই,—তাহ'লে এই ইলেকৃট্রিসিটীর দ্বারাই জাতি ভেদ উঠিয়ে দেব, বিধবার বে দেওয়াব, মেয়েদের ঘোড়ায় চড়াব, এই ইণ্ডিয়াতে পার্লামেণ্ট বসাব, আরও কতকি করবো।

দামো। পারেন ভালই, কিন্তু যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়।

সজনী। কথনই নয়; তাই ভ্রাত বলছি তোমাকেই নাড়াজোলে যেতে হবে; কেন ভ্রাতা, নাড়াজোলবাসীদের জন্ম তোমার কি প্রাণ কাঁদেনা!

দামো। কাঁদেনা! যদি এই এ হৃদয় খুলে দেখাতে পারতেম—

অশনি। দেখাবেন, দেখাবেন, আমার কাছে যন্ত্র আছে, খুলে দেব?

দামো। ও বাবা, না না, অশনিবাবু আমার উদ্দীপনায় বাধা দেবেন না, যদি খুলে দেখাতে পারতেম দেখতে পেতেন যে

নাড়াজোলে ভ্রাতাদের জন্য আমার হৃদয় গিজীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! যাওয়া-তুচ্ছ কথা, যদি প্রয়োজন হয় তা'দের উদ্ধারের জন্য, সেখানকার "ভ্রাতা ভগিনীদের" প্রেম দেবার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি কিন্তু—

সজনী। কিন্তু কি?

দামো। আমার ছোট ভাইকে—সেই পৌত্তলিক সহোদরকে বাড়ী থেকে বেদখল করবার জন্য হাইকোর্টে যে মোকদ্দমা রুজু করেছি তা'র তদ্বির করবে কে?

সজনী। ভ্রাত, তা'র জন্য চিন্তা কচ্ছো কেন? তুমি তোমার পৌত্তলিক ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এ মহৎ কার্য্যে আমাদের মধ্যে এমন কে দুর্ব্বল হৃদয় আছে যে সহায়তা করবে না! উকীল ভ্রাতা বিশ্বরঞ্জনের সহিত পরামর্শ করে আমি নিজেই সমস্ত বিষয়ের তদারক করবো, বাইরের লোক না পাওয়া যায় আমি স্বয়ং সাক্ষী দেব; তারপর না হয় দুদিন বেশী করে অনুতাপ করবো, তুমি সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাক।

দামো। ধন্য ধন্য ভ্রাতা, ধন্য তোমার ধর্ম্মবল! ধন্য ভ্রাতৃ-প্রেম! আমার স্ত্রীকে সেই নরাধম ভাই যদি খেঁতে না দিত তাহ'লে আমি যখন আঁস্তাকুড়ে পইতে ফেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসি তা'কেও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে হ'ত, ঐ পাপাত্মা ভাইয়ের জোরেই সে হিন্দু হয়ে বাড়ীতে বসে রইল; যে ভাই হয়ে আমার নিজের স্ত্রীকে আমার ভগিনী হ'তে দিলে না, তা'র আর মুখ দর্শন করতে আছে! আপনি এমনটী করবেন—যে যদি ঐ বাড়ী বিক্রী করে এর পর উকীলের দেনা শোধ করতে হয় তা'ও স্বীকার—যেন কোর্টের লোক এসে

ওকে সপরিবারে হাত ধরে বাড়ী থেকে বার করে দেয়, যেন ওর দাঁড়াবার স্থল না থাকে, আমি নাড়াজোলে ভ্রাতাদের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করতে চল্লেম।

[প্রস্থান।

অশনি। এ কেমন কথাটা হ'ল সজনীবাবু? এদিকে আপনার ভাইকে নালিশ করে বাড়ী থেকে বার করে দেবেন তা'র উপর একটু মমতা নাই, আর উদিকে কোথায় কে সেই নাড়াজোলে অসভ্য লোক আছে, তা'র জন্য প্রাণ দিতে পারেন; এত ভারি অসঙ্গত, এ আপনাদের কেমনতর ধর্ম্ম? বিশেষ এ ম্যাথামেটীক্সের রুলেরি বাইরে—নাড়াজোলেরা যদি ভাই—আর সহোদর ভাই যদি ভাই—তাহ'লে "Things which are equal to the same thing are equal to one another," দুভাইয়ে সমান সম্পর্ক দাঁড়াচ্ছে।

সজনী। আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, পরোপকারই হচ্ছে পরম ধর্ম্ম, পরের জন্য ধন মন প্রাণ সব দেবে; তা বলে আপনার লোকের জন্য কিছু করা যেতে পারেনা, আত্মীয়-উপকার করা কিছু ধর্ম্ম নয়। আজ উপরি উপরি তিন বৎসর নাড়াজোলে অনাবৃষ্টি হওয়ায় অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয়েছে, লোকে খেতে পাচ্ছে না, তাদের এই জঠর যন্ত্রণার সময় আত্মাকে প্রেম-খোরাক দিতে পাল্লে তারা আনন্দে নৃত্য করতে থাকবে।

অশনি। আহা-হা! অনাবৃষ্টি হয়েছে এতক্ষণ তা বলেন নি, এর যে অতি সহজ উপায় রয়েছে, অনায়াসে কৃত্রিম বৃষ্টি করা যেতে পারে।

সজনী। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাগজে দেখেছি বটে, কি ডিনামাইট,

হাইড্রোজিনগ্যাস-বেলুন এই সব দিয়ে কি একরকম আর্টিফিসেল বৃষ্টির এক্সপেরিমেণ্ট হচ্ছে বটে।

অশনি। হাঁ্যা, কিন্তু সে সব বিস্তর ব্যয়সাধ্য, সেখানকার গরিব লোকে তা'র খরচ যুগিয়ে উঠতে পারবে না; একটা অতি সহজ উপায় আছে, এক পয়সা খরচ নাই; দামোদর বাবুর সঙ্গে যদি যাবার আগে দেখা হয়, তাহ'লে মুখে বলে দেবেন, না হয় চিঠি লিখবেন যে সেখানে পৌছেই গ্রামে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেন, সেখানে সব খড়ের চাল, ধাঁ ধাঁ জলে যাবে।

সজনী। (হাস্য চাপিয়া) সাবধান অশনিবাবু, আর অমন কথা বলবেন না, আমি এখনি আবার সেই অশ্লীল হাসি হেসে ফেলব।

অশনি। না না আপনি জানেন না, এর প্রমাণ আছে, আমেরিকার শিকাগোর নাম শুনেছেন ত? এই সেদিন যেখানে বড় একজিবিসন হ'য়ে গেল, আপনি নাড়াজোলে আগুন লাগিয়ে দেখুন গ্রাম সব জলে গেলে নিশ্চয় বৃষ্টি হবে, আর দুর্ভিক্ষ দমন হবে।

(তিনকড়িমামা ও গুরুচরণের প্রবেশ)

তিন। কি বাবা, খালি জালন নিয়েই আছ, হাঁড় জালাচ্ছ মাস জালাচ্ছ, আবার ঘর জালাচ্ছ কার?

সজনী। তিনকড়িবাবু যে অনেকদিনের পর, কি মনে করে?

তিন। আর বাবা নেহাত দায়ে পড়ে, সক করে বাবা কে আর তোমাদের সংসর্গে এসে থাকে; এই লোকটী কোথেকে শুনেছে তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তা'ই গিয়ে ধরে নিয়ে এল; বল হে গুরুচরণ তোমার কি বলবার আছে বল, ইনিই হচ্ছেন সজনীকান্তবাবু—প্রেসিডেণ্ট সভাপতি আরও কি কি।

শুরু। আজ্ঞা নমস্কার করি বাবু, বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি।

সজনী। বি-প-দ—হ-য়ে-ছে—ধৈ-র্য্য—ধ-র!

তিন। তা'ত ধরেই আছে, এখন কি বলতে এসেছে শোন।

শুরু। আজ্ঞা বাবু আমি গরিব আপনাদের আশ্রিত, আপনাদের মেয়েছেলেরা যে বাড়ীতে গানটান করেন তা'রি পিছনে আমার ঘর; গঙ্গায় নিয়ে যেতে পারিনি, আমার মাঠাকরুণের ঘরেই গঙ্গালাভ হয়েছে, দাহ করতে নেযাবার লোকজনের মধ্যে আমি, আমার পরিবার, আর এক ভগিনী আছেন। কোম্পানির রাস্তা দে নেযেতে হ'লে অনেক ঘোর হবে, যদি হুকুম দেন তাহ'লে আস্তে আস্তে আপনাদের ঐ পোড়োটার উপর দে নেযাই, তাহ'লে আমাদের বড় উপকার হয়।

সজনী। তা আগে আমার কাছে এসেছ কেন, য়্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরির কাছে দরখাস্ত করা উচিত ছিল।

তিন। তা আদব কায়দার কিছুমাত্র ক্রটী হয়নি, সেই শেষ-রাত্রি থেকে ঘোরপাক খাওয়া যাচ্ছে; সে য়্যাসিষ্টেণ্টের কাছে যাওয়া হয়েছে, তিনি পাঠালেন আবার খাস সেক্রেটরির কাছে, তিনি চোখ বুঝিয়ে বসেছিলেন, আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তবে তাঁর দৃষ্টি খুল্লো, তিনি পাঠালেন তোমার ভাইসের কাছে, আবার তাঁর বরাতি তোমার কাছে এলেম, এখন যা হয় একটা বলে দাও।

সজনী। হ্যাঁ তা আজ হচ্ছে রবিবার, আফিস বন্ধ, আজত এর কিছুই হ'তে পারেনা—কাল দশটা থেকে এগারটার মধ্যে এসে আমায় একবার মনে করে দিয়ে যেও; শুক্রবার

দিন সবকমিটীর একটা মিটিং বসবার কথা আছে, সেই সময় তোমার দরখাস্ত আমি প্রেজেন্ট করবো, তা'তে যদি মেজরিটীর মত হয় তাহ'লে একটা জেনারেল মিটিং কল করা যাবে, খুব বেশী দেরী নয় দিনপোনের বাদে সেটা বসতে পারবে, তাতে যদি রেজোলিউসন্ পাশ হয় তুমি জানতে পারবে।

তিন। বস্, আর দিন ছত্তিন্ গড়িমসি করে নিয়ে যেও, তাহ'লে ত্রিশ দিনও ভরতি হবে, অমনি দাহ করে সেইখান থেকে শ্রাদ্ধ শান্তি সেরে আসবে, বাবু কতটা সুবিধা করে দিলেন দেখেছ গুরুচরণ, মিছি মিছি গঙ্গাতীরে দুবার হাঁটাহাঁটী করতে হবে না। হ্যাঁ সজনীকান্ত, যেন বাপ পিতামহের ধর্ম্মই ছেড়েছ, তা'র সঙ্গে সঙ্গে সখ করে এমন আহাম্মক কেন হ'লে বল দেখি? জমীর উপর দিয়ে মড়া নিয়ে যাবে, সোজা কথা বলে দিলেই হয়, তা'র মিটিং রেজোলিউসন্ এসব ভিট্‌কিলিমি কেন?

সজনী। তা প্রোসিডিওরে যা আছে ঠিক ঠিক অবজার্ভ করতে হবে না?

তিন। বিশ পঁচিশদিনের বাসি মড়া যে তত দিন পচে গলে যাবে, সেটা উপলব্ধি হচ্ছে না?

অশনি। কেন পচবে কেন? আমার ম্যাগ্‌নেটীক্ তেল এক শিশি কিনে নে গে মাখিয়ে দাও, পাঁচবৎসর মড়া তুলে রাখ কিছু হবে না; সাতসিকে করে শিশি, তা'র সঙ্গে একটা লাল-নীল পেন্সিল উপহার পাবে।

তিন। বাপু, যে যার ব্যবসাটা বুঝি কেউ ছাড়না, তাও দেখেছ আর মালটী গছাবার চেষ্টায় আছ। সে যা'হোক সজনীকান্ত এর হবে কি?

সজনী। ঐ যা বল্লেম।

তিন। দেখ অনেকদিনের আলাপ, এখন যেন ভ্রাতা দাঁড়িয়েছ, আগেত মামাটা আসটা বলতে; দিনকতক মতিভ্রম হয়েছিল, আড্ডা-ঘরে একসঙ্গে বসে চোখ বুঝে কেঁদে টেঁদেও গেছি, আমার অনুরোধটা রাখ, বলে দাও যে নিয়ে যাও।

সজনী। রামচন্দ্র!—নানা, "নিরাকার, নিরাকার!" আমি এই বল্লেম "না" আর কি "হাঁ" বলতে পারি, সে যে মিথ্যা কথা কওয়া হবে।

তিন। গুরুচরণ, আমি গোড়ায় বলেছিলেম বাপু কেন আপনিও কষ্ট পাবে আমাকেও দেবে; ইনি এক অদ্ভুত জীব, মনুষ্যের চামড়া গায়ে নেই। যাও আর মিছে দেরি কেন, ঐ ঘুরিয়েই নেযাও, আস্তে আস্তে নাবাতে নাবাতে নিয়ে যেও।

গুরু। যে আজ্ঞা তা'ই করি আর কি করবো, খুব দয়ার কথা শুনেছিলুম বটে বাবুদের।

[প্রস্থান।

সজনী। তিনকড়িবাবু আমাদের এখানে আর আসেননা কেন?

তিন। 'কিজান—ক্রমে তোমাদের মতন দয়াল হয়ে দাঁড়াব, আমার বাতিকের ধাত অত করুণা সহ্য হবে কেন।

সজনী। আপনার কি এ বয়সে আবার ঘুরে ফিরে হিন্দু হওয়াটা উচিত হয়েছে?

তিন। কিজান—আসন্নকাল যত নিকটবর্ত্তী হচ্ছে, ভিট্‌কিলিমিগুলো তত ক্ষয় পাচ্ছে; শীঘ্র শীঘ্র যাঁর সামনে গিয়ে হাজির হ'তে হবে, এ বয়সে এখন সত্য সত্যই তাঁর নামটা নিতে হয়; তোমাদের এখনও বয়স আছে, দিন কতক ধর্ম্মের ফ্যাসান

সংস্কারের রক্ষ কর, তা'রপর যতই চুল পাকবে ততই জাল গুড়িয়ে আসবে, শেষ হরি হরি! মা মা! বই আর গতি নাই!

অশনি। তা চুল পাকতে না দিলেই হ'ল, একটা করে নেগেটিভ আংটী হাতে রাখলে আর চুল শাদা হ'বার যো নেই।

সজনী। হরি হরি—মা মা, বলতে আমার আপত্তি নাই, তা বলে হিন্দু হওয়ার আবশ্যক কি? দেখুন, প্রেমের বলে আমাদের হৃদয় এখন উদার হয়েছে, আত্মায় কিছুমাত্র মলা নাই, তাইতে করে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে হিন্দুমাত্রেই মিথ্যাবাদী, প্রতারক, অত্যাচারী, রমণীপীড়নকারী, তা'রা সকলেই নরকে যাবে।

তিন। বাঃ! এ তোমার বড় চমৎকার ভাব হয়েছে ত, প্রাণটা যথার্থ উদার করেছ বটে!

সজনী। এতদিনে দেশের সমস্ত লোকের প্রাণ এমনি উদার করে তুলতে পারতুম, কিন্তু আপনাদের মত লোক ফিরে হিঁদুয়ানির ভিতর ঢোকায় আমাদের মহা অনিষ্ট হচ্ছে। এই কলেজের গ্রাজুয়েট, অণ্ডার-গ্রাজুয়েটগুলো, যাদের একেবারে আমাদের কাছে আসবার কথা, তা'রা পর্য্যন্ত কিনা চাল তিল চটকে বাপ মা'র পিণ্ড দিতে আরম্ভ করেছে, হরিসভা করছে।

তিন। আচ্ছা বাবা, তোরা যদি একদিনের জন্ত এ রাজত্বটা হাতে পাস তাহ'লে এদের ধরিস আর কোতল করিস কেমন?

সজনী। "সত্যমেব জয়তে" তা'র আর সন্দেহ আছে! এই বরদাটার উপর আমাদের কত আশা ছিল, যেমন মুখে বক্তৃতা করতে পারত, আবশ্যক হ'লে শারীরিক বলেরও প্রয়োগ তেমনি করতে পারত, তা সে কিনা আমাদের ছেড়ে গিয়ে আর

কতকগুলো কলেজের ছেলেকে জুটিয়ে, সব গেরুয়া পরে হরিবোল হরিবোল করে বেড়ায়।

তিন। বাবা তা'র জন্ম কিছু ভেবনা, বরদা ত, সে তোমাদের সাতকাটী উপর হয়ে দাঁড়িয়েছে, তোমাদের ত চৈতন্ত, মুসা, সেণ্ট্ জন এঁদের সঙ্গে দেখাটা আসটা হয় মাত্র; বরদার দল এখন আপনা আপনি তা'ই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বরদা হয়েছেন নিজে চৈতন্য, মধু কাঁসারির ছেলে গুপেটা হয়েছে নিতাই, নোকড়ো তাঁতি অদ্বৈত, আরও এই রকম সব কি কি হয়ে খুব জোটপাট মিলিয়েছে;—তোমরা ত ধরাকে সরাখানা মাত্র দেখ বইত নয়, তারা গেরুয়া পরে ইংরেজী কথা কয়, পৃথিবীকে একেবারে মধুপক্কের বাটী দেখছে; বেশ আছে, কিছু কর্ম্ম কাজ করতে হয়না, যেথানে যাচ্ছে চর্ব্ব্যচোষ্য আহার পাচ্ছে।

(সৌধকিরীটিনীর প্রবেশ)

সৌধ। ছোট-বাবা, ছোট-বাবা—

তিন। ও বাবা! ছোট-বাবা আবার কি! আজ কাল তোমাদের ভিতর আবার বড়, মেজ, সেজ-বাবা হয়েছে নাকি?

সজনী। না আমায় ডাকছে। এটী আমার স্বামিনীর প্রথম পক্ষের স্বামীর সময়ে জন্মেছিল, তা'ই আমাকে ছোট-বাবা বলে ডাকে।

তিন। তোমার কা'র মেয়ে বল্লে?

সজনী। স্বামিনীর;—আমরা এখন স্ত্রীকে স্বামিনী বলি; সৌধ আমার সপতি কন্যা।

তিন। দিব্যি মেয়েটী, তোমার নাম কি বাছা?

সৌধ। কুমারী সৌধকিরীটানী—

তিন। লঙ্কা ?

সৌধ। না লঙ্কা নয়, কুমারী সৌধকিরীটানী গড়গড়ি-চাকি।

তিন। বেড়ে মোলায়েম নামটী রেখেছ ত মেয়েটীর !

অশনি। নামটা যেন ল্যাটীন ল্যাটীন ঠেকছে, কোন বৈজ্ঞানিক নাম কি ?

সজনী। না, ওঁর মা'র সহিত আমার বিবাহ হ'বার পূর্ব্বে ওঁকে ভূতি বলে ডাকত, বড় কুসংস্কার পূর্ণ অসভ্য নাম তা'ই আমি বদ্‌লে সৌধকিরীটানী রেখেছি।

তিন। কেন, ঠাকুর দেবতার নাম না রাখ, তরলা-সরলা অবলা এগুলোও কি খুঁজে পেলেনা ?

সজনী। এ নামের ভিতর যে একটু অর্থ আছে,—মেয়েটী ভূমিষ্ট হ'বার পরেই ঝড়ে আঁতুড়-ঘর চাপা পড়ে, মাথায় ঘর পড়েছিল তা'ই নাম দিয়েছি সৌধকিরীটানী, বেশ ঠিক হয়নি ? আর ওঁর আগেকার বাপের পদবি ছিল গড়গড়ি আর আমার চাকি, এই দুয়ে মিলিয়ে গড়গড়ি-চাকি হয়েছে।

তিন। তা তোমাদের ভিতর এত আছে, ম্যাচ্‌লা ট্যাচ্‌লা পদবিওয়ালা এমন কেউ নেই, তা'রির একজনকে দেখে শুনে মেয়েটীর বে দিও, তাহ'লে একেবারে গড়গড়ি-চাকি-মেচ্‌লা হ'য়ে দাঁড়াবে, রাজ-যোটক হবে।

সজনী। না, ওঁর মার ইচ্ছে ওঁর কখনই বিবাহ না হয়, মেয়েটী চিরকুমারী থাকবে।

অশনি। কেন ?

সজনি। সকল স্ত্রীলোককে যে বিবাহ করতে হবে এমন

কিছু কথা নাই। কন্যা চিরকুমারী থাকলে দেশের অনেক উপ-কার করতে পারে।

তিন। বটে, মেয়ে একেবারে চিরকাল আইবুড় থাকে তা'তে তোমাদের আপত্তি নাই—খালি বিধবা যদি স্বামীর চিতে নিবতে না নিবতে বে না করে তাহ'লেই সর্ব্বনাশ হয়।

.সৌধ। ও ছোট বাবা শীঘ্র চলনা, আমি যে জিম্‌ন্যাষ্টিক করতে করতে চলে এসেছি।

সজনী। কেন, কি দরকার?

সৌধ। মা যে তোমায় ডাকছেন।

সজনী। (সভয়ে) ডাকছেন—কেন জান?

সৌধ। কাল রাত্রে তিনি চুলের ফিতে কোথায় ভুলে রেখেছেন, মনে পড়ছে না, বড় রেগেছেন, কা'কেও বকতে পাচ্ছেন না, তোমায় বকবেন বলে বোধহয় ডাকছেন।

তিন। ওবাবা, এও বুঝি তোমাদের একটা চাকরির ভেতর!

সজনি। কি করি, এখন কাকেও না বকতে পেলে তাঁর হিষ্টিরিয়া হ'তে পারে; চল চল—একটু বসুন আমি আসছি।

তিন। আর কেন আমিও প্রস্থান করি।

সজনি। না না একটু বসবেন আপনার সঙ্গে আমার এখনও অনেক কথা আছে, অশনিবাবুও যাবেন না।

[সৌধ ও সজনীর প্রস্থান।

তিন। তবে অশানপ্রকাশ খবর কি—নূতন এক্সপেরিমেণ্ট টেক্সপেরিমেণ্ট কিছু হচ্ছে নাকি?

অশনি। বিস্তর রকম! হালফিল ছারপোকা থেকে একটা ভাল গন্ধওয়ালা এসেন্স তৈয়ার করেছি।

তিন। বটে, তাহ'লে ত দেখছি স্বম্বলের বাজার একেবারে মাটি হয়ে যাবে!

(ভাই-বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বাঞ্ছা। "সত্যমেব জয়তে" "সত্যমেব জয়তে," সাম্য—সত্য, সাম্য—সত্য।

তিন। "ফলেন পরিচিয়তে", "ফলেন পরিচিয়তে", ডিগুপ্ত—ডিগুপ্ত।

বাঞ্ছা। ভ্রাতা-সজনীকান্ত কোথায়?

তিন। ভগিনী-রজনীকান্তের মান ভাঙ্তে গেছেন। আপনি কে?

বাঞ্ছা। কেমন করে বলবো।

তিন। কেন বলবে না কেন, নামে ফৌজদারী ওয়ারেণ টোয়ারেণ আছে নাকি,—তোমার নাম কি?

বাঞ্ছা। আমি একজন "ভ্রাতা" বোধহয়।

তিন। বলি মশা'য়ের সঙ্গে কুটুম্বিতার কথা হচ্ছেনা; ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে আলাপ করতে হ'লে প্রথম নামের পরিচয় হয় তা'ই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল।

বাঞ্ছা। ভ্রাতার আবার নাম কি! তবে ভ্রাতায় ভ্রাতায় গোল না বাঁধে তা'ই লোকে একটা বলে ডাকে।

তিন। বলি লোকে বলে ডাকে না ত আর আপনাকে আপনি কে নাম ধরে ডাকে।

বাঞ্ছা। তা'কে যদি নাম বলেন, তবে নাম বোধহয় ভাই-বাঞ্ছারাম।

তিন। কথাবার্ত্তা আকৃতি প্রকৃতি সব বাঙ্গালীর মত দেখছি, নামটা অমন বোম্বায়ে গোচ কেন। আপনি কোন্ জাতি ?

বাঙ্গা। জাতি !

তিন। হঁ্যা হঁ্যা জাতি, জাত—জাত, M A D নাকি ?

অশনি। ব্রেনের ইলেকট্রিসিটী খারাপ হ'য়ে গেছে বোধ-হয়; দেহ হচ্ছে একটা ব্যাটারী, মাথা হ'ল তা'র প্রধান সেল।

বাঙ্গা। ওহো, আজ আমায় জাতির কথা শুনতে হ'ল !

(ক্রন্দন)

অশনি। নিশ্চয় মাথার সেল খারাপ হ'য়ে গেছে, এসিড শুকিয়ে গেছে।

তিন। বলি তোমার কেউ কি অভিভাবক নেই—এমনি আল্গা ছেড়ে দেয় ? ভাল করে কথা টথা কওনা, তোমায় নিয়ে নাহয় একটু আমোদই করা যাক।

বাঙ্গা। আমোদ ! হাসি ! আঁপনি হাসতে চান, হাসাতে চান ! কি পরিতাপ ! কিঁ কুরুচি ! আপনি বুঝি হিন্দু ? তা না হ'লে আপনাকে "ভ্রাতা" বলতেম, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, ও দুষ্ট সম্প্রদায় পরিত্যাগ করুন, আর হাসবেন না, ক্রন্দন করুন, উচ্চরবে ক্রন্দন করুন, ক্রন্দন ভিন্ন আর উপায় নাই ! দেখুন ক্রন্দন আদেশ কিনা,—ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু ক্রন্দন করে,—ক্রন্দন করুন, ক্রন্দন করুন; আহা ! কত দিনে এই পৃথিবী ক্রন্দন পূর্ণ আনন্দধাম হবে !

তিন। ভাই মনসারাম !

বাঙ্গা। আজ্ঞা বাঙ্গারাম বোধহয়।

তিন। হঁ্যা হঁ্যা, ভাই মনসারাম, আপনার কথার আমার

আজ জ্ঞানোদয় হ'ল, বুঝলেম যখন ঘরে ঘরে দিবারাত্র মড়াকান্না উঠবে তখনই ভারত উদ্ধার হবে।

বাঙ্গা। মড়াকান্না নয়—প্রেমকান্না, নবধরণের কান্না।

তিন। ঐ হ'ল, থোড়া ইত্রিক উত্রিক। ভাই মনসারাম, এই কান্নাধর্ম্মে আসবার আগে আপনার ত একটা জাত বা বংশ ছিল, সেটা কি?

বাঙ্গা। হ্যাঁ, একটা অশ্লীল পৌত্তলিক জাতি ছিল, বোধহয় সে হিসাবে আমরা সূর্য্যবংশ।

তিন। কি রাজপুত?

বাঙ্গা। না, আমাদের উপাধি ছিল "সাধু," তা'রপর জাঁহাঙ্গীর বাদ্‌শা "খাঁ" খেতাব দেওয়ায় সাধুখাঁ হয়েছে।

তিন। "সাধুখাঁ"—কি কলু?

বাঙ্গা। হ্যাঁ, অশ্লীল ভাষায় ঐ কথা বলে বটে, কিন্তু আদত ওটা সূর্য্যবংশ, জগতে আলো দেবার কর্ত্তা, দিবসে সূর্য্য রাত্রে ঐ যে নাম বল্লেন, ঐ আমরা বোধ হয়; কিন্তু আমি আর জাতিভেদ মানিনা, আমি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, প্রভৃতির সহিত একত্রে ভোজনাদি করি, আমার মনে কোন দ্বিধা নাই।

তিন। আমি ক্রমে বুঝতে পাচ্ছি তোমাদের উদারতাই এমনি বটে, কলুকুলতিলক হয়েও আপনি বামুন, কায়েত, বদ্দি-টদ্দিগুলোর সঙ্গে আহারাদি করেন কিছু ঘৃণা নাই, একি আপনার কম মাহাত্ম্য!

বাঙ্গা। কি করি, প্রেমের অনুরোধে সব করতে হয়।

তিন। সূর্য্যবংশাবতংশ ভাই মনসারাম কলু মশাই, এখন থাকা হয় কোথা?

বাঙ্গা। সেওড়াকুটীরে।

তিন। সে আবার কি!

বাঙ্গা। একটী ভ্রাতা-ভগিনীর মধুচক্র, ভ্রাতা-ভগিনীর পবিত্র পারিবারিক সংসর্গে সেখানে সতত স্বর্গের সোপান দেখতে পাওয়া যায়।

তিন। সাধু সাধু, আমি তোমাদের দলে মিশে পরীর বারিকে থেকে স্বর্গের সিঁড়ি দেখব।

বাঙ্গা। কি সৌভাগ্য, কি শুভদিন! ক্রন্দন করুন, ক্রন্দন করুন—

তিন। চিম্‌টী কাট, চিম্‌টী কাট, তা না হ'লে প্রথম প্রথম রপ্ত হবেনা। ভাই মনসারাম, তোমার পিতার নাম কি?

বাঙ্গা। আমাদের সম্প্রদায় নূতন, সকলেই "ভ্রাতা" আছেন, এখনও কেহই "পিতা" হ'ন নাই; পারিবারিক কুটীর স্থাপন হয়েছে, ভ্রাতা ভগিনী মিলিত হয়েছেন, বিশেষ উন্নতিশীলগণ শীঘ্রই "পিতা" হবেন বোধহয়।

তিন। তা নয়, তা নয়, তোমার ঐ সূর্য্যিবংশের পিতা।

বাঙ্গা। ওঃ সেই পিতার কথা, যা'কে আমি সাকার বলে ত্যাগ করেছি! তা'র নাম আমি আপনাদের সমক্ষে বলতে পারিনা।

তিন। কেন মনে নাই নাকি?

বাঙ্গা। না, নামটা বড় অশ্লীল!

অশনি। অশ্লীল! বাপের নাম অশ্লীল! কি তবু বলনা শুনি, এখানে ত আর পুলিশ নেই।

বাঙ্গা। কি বেরিয়ে গেলে মানুষ মরে যায়?

অশনি। ইলেকট্রিসিটী।

তিন। না না, চুপ্ কর। প্রাণ? তোমার বাপের নাম প্রাণকৃষ্ণ নাকি?

বাঞ্ছা। না না, তা'র চেয়েও অশ্লীল, ঐ কথাকে ইতর লোকে যা বলে।

তিন। কি, পরাণ—তুমি পরাণে কলুর ছেলে?

বাঞ্ছা। (সরোদনে) ওঃ ওঃ! আজ আমায় অশ্লীল কথা শুনতে হ'ল, সাকার পিতার কথা শুনতে হ'ল, কি অত্যাচার! তা অত্যাচার বিনা অনুতাপ নাই, অনুতাপ বিনা আত্মার উপায় নাই; আসুক অত্যাচার, সাঁড়াসাঁড়ীর বানের ন্যায় অত্যাচার আসুক, আশ্বিনে ঝড়ের ন্যায় অত্যাচার আসুক, আসুক অত্যাচার ত্রিশ সালের বন্যার ন্যায়, পাহারাওয়ালার হল্লার ন্যায় অত্যাচার আসুক, বস্তাফাটা সর্ষের ন্যায় বর্ষণ হউক; অত্যাচারের ঘানী যেন দেহকে পেষণ করিয়া খোল করিয়া ফেলে, আত্মা তথাপি তৈলের ন্যায় হৃদয়-ভাণ্ডে চোয়াইতে থাকিবে। (ক্রন্দন)

তিন। আচ্ছা বাপকে—বলি একটু ঘেউ ঘেউ থামনা—জিজ্ঞাসা করছি বাপকে সাকার বলেত ত্যাগ করেছ, তুমি নিজে সাকার না নিরাকার?

বাঞ্ছা। তা আমি এখন ঠিক বলতে পারিনে, আমি এখন শুধু "ভাই", "রেভারেণ্ড ভাই" হ'লে বুঝতে পারব বোধহয়।

তিন। তোমাদের "ভাইএর" ঝাড় যে দিন নিরাকার হবে, সেদিন আমি কালীঘাটে জোড়া মোষ দেব।

(সজনীর পুনঃ প্রবেশ)

সজনীকান্ত দেখছি ভারি উন্নতি করে বসেছ, আমি যখন

তোমাদের আড্ডায় আসা যাওয়া করতেম তখন এতটা বাড়াবাড়ি ছিলনা, এই কলু-ভ্রাতার মতন আর ক'টী আছে ?

সজনী। কে, ভাই-বাঙ্গারাম—উনি অদ্বিতীয়! তবে ভ্রাতা, বীরভূমের দুর্ভিক্ষ দমন কার্য্য শেষ ক'রে আসা হ'ল ?

বাঙ্গা। হ্যাঁ, দুর্ভিক্ষ দমনও হয়েছে, আর সেই অর্থ থেকে একটী বিধবাকে উদ্ধার করা গিয়েছে।

সজনী। কিরূপ কিরূপ ?

বাঙ্গা। ভগ্নীর নাম ক্ষমাসুন্দরী পালুধি; তার বড় কন্যাটীর বিবাহ হয়েছে সন্তানাদিও হয়েছে, ছোট মেয়েটী সঙ্গেই আছে, আর ভগিনী যে রাত্রে আমার সহিত পবিত্র পলায়ন করে আসেন, পুত্রটী তা'রপর দিনই ডাকঘরের চাকরিটীতে জবাব দিয়ে কোথায় বিবাগী হয়ে গমন করেছে, এক্ষণে ভগ্নী আমার ভার্য্যা।

তিন। পুত্ররূপ ভাগে প্রসন্ন করলেই সব গোল চুকে যায়; বাঃ তিন সন্তান, দৌহিত্র হয়েছে, শিশু বল্লেই হয়, এরূপ বিধবার বিবাহ হওয়া অতীব কর্ত্তব্য!

বাঙ্গা। শান্তি! শান্তি! শান্তি!

তিন। ভগ্নীটির বয়স কত তা'র হিসাব আছে ?

বাঙ্গা। আহা, তাঁ'র বয়সের ইয়ত্তা নাই! ভগিনীকে দেখলে সাক্ষাৎ ঋষি বলে বোধ হয়।

তিন। কি রকম, তিনিও কি দাড়ী রেখেছেন নাকি ?

বাঙ্গা। ভগিনীজাতির কি দাড়ী হয়!

তিন। কেন হয়না? নাতিপুতি কোলে করে বামুনের মেয়ের কলুর সঙ্গে বে হয়, আর তোমাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ

দাড়ী তা'ই মেয়েদের হয়না; এই বুঝি ধর্ম্ম মহিমা! আমি কত বিবির দাড়ী দেখেছি—খৃষ্টানীর জোর বেশী!

বাঙ্গা। আপনার স্মরণ রাখা উচিত, নবীন ধর্ম্মের এখনও শৈশবাবস্থা।

অশনি। আপনাদের দলের মেয়েদের যদি দাড়ীর আবশ্যক হয়, আমার বৈদ্যুতিক কবচ ধারণ করান, বেরিয়ে পড়্‌বে; টাক ত আমি অনেক ভাল্‌ করেছি।

বাঙ্গা। পৌত্তলিক ঔষধে আমাদের প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই কোন মহাত্মা আবির্ভাব হ'য়ে প্রার্থনা, অনুতাপ ও বক্তৃতা দ্বারা দুঃখিনী ভগিনীদের এই অভাব মোচন করিতে পারিবেন। ভ্রাতা সজনীকান্ত আপনার সহিত একটা বড় বিশেষ কথা ছিল, তা অন্য সময় সাক্ষাৎ করবো, এক্ষণে চল্লেম।

সজনী। যাবেন?

বাঙ্গা। বোধহয়।

তিন। ঐটেতে "বোধহয়" রেখনা বাবা, নিশ্চয় বলে তফাত হও, না হয় আমরাই পথ দেখি; সূর্য্যবংশ সংসর্গ অনেকক্ষণ ভোগ করা গেল, ক্রমে দেহ থাক হয়ে এল, ফিরে দেখ বাবা, নইলে তোমার ভগিনীদের মাথা খাও।

বাঙ্গা। পিতঃ! তুমি কোথায় জননী! এই পাপীদিগের আত্মায় অনুতাপ দাও প্রাণসখা! (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

তিন। এই সূর্য্যবংশ—আস্তে, পাড়ায় ছেলেপুলে আঁতকে উঠবে, আমাদের ত বরদাস্তের বা'র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; চল্লেম সজনী, এস অশনি—আবার ওর মুখের সামনে হাত নেড়ে কি কচ্ছো?

অশনি। মেস্‌মেরাইজ করে দেখছি, যদি লোকটার মাথায় ইলেকট্রিসিটীটা ঠিক হয়।

তিন। আর মেস্‌মেরাইজ করতে হবেনা, চল।

[তিনকড়ি ও অশনির প্রস্থান।

সজনী। ভাই-বাঞ্ছারাম কি বিশেষ কথার বিষয় বলছিলে?

বাঞ্ছা। ভ্রাতঃ! দেশের জন্য, সংস্কারের জন্য, আত্মার জন্য আমি বিবাহ করলেম, কিন্তু এক্ষণে দেখছি ভগিনীগ্রস্ত হয়ে ত আমি মহা বিপদগ্রস্ত হলেম, এই জন্যই এতদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করতে আসতে পারিনে।

সজনী। কেন—সে কি?

বাঞ্ছা। ভগিনী কিঞ্চিৎ বীরভাবাপন্না, আমি পৈতৃক ব্যবসাদি ত্যাগ করে সংস্কারকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছি, এতে ত আর রজত কাঞ্চনের লোভ রাখিনে, কিন্তু ভগিনী কিছু গরীয়সী চালে চলতে চা'ন, আর তা'র উপর বিষম ঈর্ষাযুক্তা, সেওড়া-কুটীরে আর কএকটী ভগিনী আছেন বলে তিনি কোনমতেই সেখানে বাস করতে চাননা।

(ক্ষমাসুন্দরীর প্রবেশ)

এই যে আত্মারঞ্জিনী-ভগিনী স্বয়ং সাকারে উপস্থিত।

সজনী। যেরূপ দেখছি ভ্রাতা-ভগিনীর এইখানেই পবিত্র প্রেম-কোন্দল বাধতে পারে, আমার এখান থেকে যাওয়াই শ্রেয়। (প্রকাশ্যে) ভাই-বাঞ্ছারাম, মিসেস্ চাকি কিছু অসুস্থ, আপনার কথা পরে শুনবো, আমি এখন বাসায় যাই, এ সাধারণ গৃহ আপনারা প্রেমালাপ করুন।

[প্রস্থান।

বাঙ্গা। ও ভ্রাতঃ, ভ্রাতঃ! আমায় একলা ফেলে—প্রিয়তমা সহসা এখানে কেন!

ক্ষমা। কেন—এখন ত আর কোণের কনেবউটা নেই, তোমাদের দলে ত আর হাটে বাজারে যেতে মানা নয়; সে সব থাক, আমি আর একদণ্ড ওখানে থাকব না, বাসা ঠিক কল্লে?

বাঙ্গা। দেখ বুঝছ ত, আলাদা বাসা করবো, রাঁধুনী রাখব এমন ক্ষমতা আমার কোথা!

ক্ষমা। আমার সঙ্গে এমন কথা ত ছিলনা; যখন ভজন দিয়ে বাড়ী থেকে আন, কি বলেছিলে মনে আছে, না মনে করে দেব—বলেছিলে না যে বিয়ে হ'লে রাঁধতে হবেনা, বাড়তে হবেনা, দাসীর মতন খাটতে হবেনা, ইংরেজি পড়ব, রাত দিন বিবির মত সেজে বসে থাকব, যেখানে সেখানে বেড়াতে যাব, ভাল ভাল জিনিষ খাব; বলে "সে সব এখন কথার কথা মনের ব্যথা রইল মনে।"

বাঙ্গা। তা'ই বলছি ত সেওড়া-কুটীরে থাক, আর রাঁধতে হবেনা। ভগিনীদের মঙ্গলের জন্য ভাই-গোবর্দ্ধন সেখানে সমস্ত রান্নার ভার লয়েছেন, তা তুমি যে কোনমতে সেখানে থাকতে চাচ্ছনা।

ক্ষমা। ওখানে না থাকলে চলবে কেন! এক পাল দস্যি-মাগী দিবারাত্র ধিঙ্গি লাফ পাড়ছে,—ওখানে কেউ সোয়ামী নে বাস করতে ভরসা করে? তাতে আবার দোজপক্ষের সোয়ামী।

বাঙ্গা। শান্তি, শান্তি, তারা সব পবিত্রা ভগিনী।

ক্ষমা। ঢের অমন ভগিনী দেখেছি, ভগ্নী ত আর সম্পর্ক নয়, ওত আমাদের খেতাব, যাক একথা চুলোয় যাক—

বাঞ্ছা। ছি আবার তুমি ঐসব অসভ্য ভাষায় কথা কচ্ছো—

ক্ষমা। সভ্য তখন হওয়া যাবে, যখন সভায় গে বসবো; যেখানে সেখানে মাগ ভাতারে আর দিন রাত সভ্য হ'তে পারা যায়না।

বাঞ্ছা। একি, ক্রমে অসভ্যতা থেকে কুরুচি ধরলে! স্ত্রী পুরুষ কি, ভ্রাতা ভগিনী বলতে পারনা?

ক্ষমা। সবে দিনকতক দলে ঢুকেছি, এখনও তোমাদের ব্যাকর্ণ অতটা বোধ হয়নি, তোমার সেওড়া-কুটীরের ভগ্নীরা খুব পুরুতঠাকরুণ।

বাঞ্ছা। ওহো-হোঃ! পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিকতা—(ক্রন্দন)

ক্ষমা। আবার কি শোক উথলে উঠলো! ছিঁচকাঁদুনে খোকা,—বুড়ো মিন্‌সে কথায় কথায় কান্না,—দুটো ভক্তির কথা হ'ল, কি একটু কীর্ত্তন হ'ল, দুফোঁটা চোখে জল ফেল্লি, তা না—ওকিরে বাপু! ভাত খাবেগা—ভেউ ভেউ ভেউ,—কোথা যাচ্ছগা—ভেউ ভেউ ভেউ,—কেমন আছগা—ভেউ ভেউ ভেউ। গা জ্বলে যায়, সংসার যেন শ্মশান করে তুলেছে। নাও এখন ঢং রাখ কি করবে ঠাওরাও, আমি দাসীপনা করতে জাত খোয়াইনি; আমার কথা শোন, সংস্কার ফংস্কার ছেড়ে দাও, চাকরি বাকরীর চেষ্টা কর, ক্রমে সংসার বাড়বে বই আর কমবে না কিছু।

বাঞ্ছা। চাকরি হওয়া দুষ্কর; অল্পদিন অপেক্ষা কর, যেরূপ বন্যা হয়েছে, এ বছরও নিশ্চয় দুর্ভিক্ষ হবে।

ক্ষমা। তাহ'লে কি আবার একটা ভদ্রলোকের ঘর মজিয়ে আসবে না কি?

বাঞ্ছা। সে কি?

ক্ষমা। এই আমার বাবার যেমন মাথা কাটা গেল!

বাঙ্গা। একমেবাদ্বিতীয়ং! তুমি একাই যথেষ্ট; আর আমার প্রয়োজন নাই!

ক্ষমা। তবে হ'বে কি?

বাঙ্গা। প্রেমের কি অপার মহিমা কিছুই বুঝা যায়না; অথচ দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি দেশের কোন অমঙ্গল হ'লেই আমার অন্ন কষ্ট থাকেনা, বরং কিছু সঞ্চয় হয়; আমার বোধহয় পাপী হিন্দুদিগের অমঙ্গলে আমাদের মঙ্গল, তা'ই এরূপ পবিত্র ঘটনা হয়। দুর্ভিক্ষের জন্য প্রার্থনা কর সকল বাসনা পূর্ণ হবে। (রোদন)

ক্ষমা। আবার কান্না সুরু হচ্ছে—(ঘুসি উত্তোলন) আচ্ছা দুর্ভিক্ষ টুর্ভিক্ষ তখন বুঝব, এখন চল ত একবার দেখি, কোথা তোমার সেই ভ্যারাণ্ডা-ভাই-অদ্বৈতচন্দ্র, আমার বাপের বাড়ীর দরুন গহনা ক'খানা বুঝিয়ে দাও।

বাঙ্গা। গহনা—রেভারেণ্ড-ভাই-অদ্বৈতচন্দ্রের নিকট রেখে-ছিলেম বটে, কিন্তু অনেক দিন হ'ল সে সব স্বর্ণকার ভবনে গমন করেছে।

ক্ষমা। তাহ'লে স্যাকরাবাড়ী থেকে ফিরিয়ে আনবে চল, আমার ভেঙ্গে বিবিয়ানা গহনা গড়িয়ে কাজ নেই; আজ ছ'মাসে একখানা হ'লনা, তোমাদের আচরণ আমি ভাল বুঝছিনি, কোন কথার ঠিক নাই।

বাঙ্গা। স্বর্ণকার ভবনে গমন করেছে বটে, কিন্তু প্রত্যা-গমনের আর সম্ভাবনা নাই।

ক্ষমা। এ কি রকম কথা হ'ল?

বাঙ্গা। আদেশ না পাওয়াতে এতদিন তোমার নিকট

প্রকাশ করি নাই, কিন্তু সম্প্রতি আদেশ লাভ করেছি এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে বিবেক-বিশুদ্ধ অন্তরে বলি—সেই গর্ব্ববৃদ্ধিকারী অকিঞ্চিৎকর অলঙ্কার বিনিময়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিবাহের খরচা, প্রীতি ভোজ, কুমারী সত্যবালা শ্রীমানীর ওকালতী পুস্তক ক্রয় ও ভ্রাতাগণের সাহায্যে তাহার সদ্ব্যয় হইয়াছে।

ক্ষমা। কি—গহনা গেছে নাকি?

বাঞ্ছা। সমস্ত; শান্তি! শান্তি! শান্তি!

ক্ষমা। তোর শান্তির মুখে মারি এককুড়ি ঝাঁটা, আমার গহনাগুলি উড়িয়েছ? বৌমার গহনা—হতচ্ছাড়া মিন্‌সে তোরই কৌঁসলানিতে পড়ে লুকিয়ে এনেছিলুম, ঠক কোথাকার!

বাঞ্ছা। মিসেস সাধুখাঁ আপনা বিস্মৃত হচ্ছো—তুমি জান কার সঙ্গে কথা কচ্ছো!

ক্ষমা। চোরের সঙ্গে, জোচ্চোর, ভণ্ড বিটেল—

বাঞ্ছা। খবরদার—

ক্ষমা। ষ্টুপিড স্তুওয়ার আমায় চোখ রাঙানি, মারব এই শ্লীপট্ জুতোর বাড়ী।

বাঞ্ছা। দেখ "ভগ্নী" বলে অনেক সহ্য করেছি, হিন্দু স্ত্রী হ'লে এতক্ষণ ভাট পেটা করতুম।

ক্ষমা। তবেরে ছোটলোক কলু, বামুনের মেয়ের গায়ে হাত তুলতে চাও; তোর সঙ্গে একত্তরে ঘর করছি তোর বাবার ভাগ্যি, তোর চোদ্দপুরুষ আমার পাদকজল পেলে উদ্ধার হয়ে যায়।

বাঞ্ছা। পাপাত্মী পাপিয়া পামরী, চারদিকে সব "ভগ্নীর" বাস, জাননা এখনি সবাই শুনতে পাবে, এই কি তোমার পারিবারিক ধর্ম্মশিক্ষা!

ক্ষমা। যা তোর পরীর বারিকে গে ধর্ম্ম শিখগে; ও ধর্ম্মের ধ্বজারে আমার! আজ গহনা আদায় করবো তবে ছাড়ব।

বাঞ্ছা। অসম্ভব! এ নশ্বর জগতে যা যায় তা আর আসেনা।

ক্ষমা। আসে কিনা এই দেখাচ্ছি, তোকে থানায় টেনে নে যাব, চোর বলে গ্রেপ্তার করিয়ে দেব, তখন আমি যে কেমন ক্ষেমাবামনী তা টের পাবি।

বাঞ্ছা। (সুরে) অলঙ্কারে মত্ত সদা রূপের বাসনা।
বিক্রমপুরে গেলে পরে ফিরে ঘরে আর আসেনা॥

ক্ষমা। দেড়ে পোড়ারমুখো আমার সঙ্গে ঠাট্টা,—আমাকে তাচ্ছল্যি! তোর এই চাঁপদাড়ী ধরে থানায় নিয়ে যাই আয়।

(দাড়ী ধরিয়া আকর্ষণ)

বাঞ্ছা। গেলুম, গেলুম, ক্ষমাসুন্দরী ক্ষমা কর—শান্তি, শান্তি—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কন্দর্পের বাসা।

আজিমা ও কন্দর্পকান্ত।

কন্দর্প। আজিমা, আমার মাথার কিরা· তুমি সম্মত অও, এট্টা বিধবার বিয়ে গর অইতে না দিতি পাল্লি আমি আর সোমাজে মু' দেখাইতে পারছি না; আমার গর্বদারিণী শৈশবে মরছিলেন, তুমি আতে কইরে আমায় মানুষ করছো, তুমি আমায় বোরই বালবাস, আমার কথা রইক্ষা কর, উন্নত সোমাজে আমার মান রইক্ষা কর, তুমি বিব্যাহ করতে স্বীকার অও।

আজিমা। এ কেমন কথা কোস্‌রে কন্দর্পে, তিনকুরি সোয়া

তিন গণ্ডা বয়স অইল আমার; আরাই কুরি বছরের কালে তোর আজা কুঞ্জে বসছে, এহন আমায় তুলসীতলায় সোমাজ দিলেই অয়,—গউরচন্দ্র কবে দয়া করবোন টানি লবেন, আমি বিয়ে করবো এ কেমন কথা কোস? হিন্দুর গরে রাঁরের বিয়ে কি অয়? দর্ম্ম যাবা, দর্ম্ম যাবা।

কন্দর্প। আজিমা আমি বোরই বাল কথা কইছি, য্যাত দিন আমাগোর স্থাশের তাবৎ বিধবাগণ বিবাহ না করে ত্যাত দিন বারত উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই; তুমি যদি এক দিন যাইয়া সজনীকান্তভ্রাতার ল্যাকচোর শুন তা অইলে এট্টাত'এট্টা তুমি সেইক্ষণই সোভায় খারাইয়া দশটা বিবাহ করবা। ল্যাকচোর শুনতি শুনতি আমার আপন পরাণ এমন ফাল পারিয়ে উঠে যে মনে করি তহনি গলায় দরি দিয়া স্থাহ বিসর্জ্জন দি, সুবদ্রা আমার বিধবা বিবাহ করে স্থাস উদ্ধার করুক।

আজিমা। কন্দর্পে গুপাল আমার, আর চেংরাপনা করিস না, আপন লিখাপরা যাইয়ে কর, আমি বইয়ে বইয়ে একটু গউরচন্দ্রের নাম লই।

কন্দর্প। না আজিমা তা কোন দিনই অবানা, তোমার ক্যালেশ আমি গুচাইমুই গুচাইমু; আমি মনে মনে এক প্রকার পাত্র ঠিক করচি—ষষ্ঠীবাবুর ছাপাখানার প্রিণ্টর, স্থাবকরাম—বয়ঃক্রম পচিশমাত্র, পাচটাকা ব্যাতন বৃদ্ধি পাইলেই বিধবা বিবাহ করতে স্বীকার আছে; আমি আপন অইতে সে টাহা দিমু; আবার তোমায় শাকা সিন্দুর পরাইমু, অঙ্গে চিকণ শারি দিমু, বাণীর প্রায় নাসায় নলক দোলাইমু, পা দুটীতে পাইজর পরাইমু, ঝুমুর ঝুমুর কয়ে তুমি ব্যারাইবে, আমার ছাতিখানা

গোরের মাঠের মতন অইব;—আর ই না গ্যাখো সকল সৈন্তা লোক কইবন যে কন্দর্পকান্ত এট্টা বারত সন্তান বটে, আপন আজিমার বিধবা বিবাহ দিল—গুশ উদ্ধার কর্‌ল; স্বীকার অও আজি স্বীকার অও, তোমার দুক্ক আর আমি চইক্কে গ্যাখতে পারিনা।

আজিমা। কও কন্দর্পে আমার আর দুক্ক কি! তোরে মানুষ করলাম, তুই কলকাত্তা গ্যাথলি কত ইংরাজী কিচির মিচির পরলি, কবে জানি থানায় দারোগা হোস, আমার এহন আর দুক্ক কি! এই শ্রীনোবদ্বীপ দর্শন করে আলাম, তোর কল্যাণে একবার শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিলেই গ্যাহ সোফল অয়।

কন্দর্প। আজি, তুমি লিখাপরা শিখ নাই, ইংরাজী পর নাই, সোভায় যাও নাই, কারপট বুন্‌তি জাননা, হারমনি বাজা-ইতি পারনা; এই কারণ বুজতি পার্ছনা যে তোমার কি দুক্ক; কওত আজিমা বসন্তকালে যহন দক্ষিণা বাতাস ফুর্ ফুর্ করবার লাগে, আমের ডালে বইসে কাল কোহিলা যহন কুহুকুহু ফুকরাই-বার লাগে, ফুলবাগিচায় ভোমরাগুলা যহন গুন্ গুন্ করবার লাগে, তহন তোমার প্রাণ্‌টা নি ক্যামন করে? আজিমা তুমি ওবলা সোরলা, বিচ্ছেদ জ্বালা সইয়ে আর কয়দিন বাচবা; (নেপথ্যের দিকে) ওরে নদেরচাঁদদা তুই করছুস কি? জলদি করে আয় আমার বার অইতে অইব না।

নদে। (নেপথ্যে) আসি-ই-ই—

আজিমা। কন্দর্পকান্ত গুপাল আমার, আর তোমার বা'র অ'য়ে কাজ নাই, আর আমি তোমার কলকাত্তায় রাখমুনা, কোন্ গুরাকপালীর বিটী কোন্ বাতারখাকীর পুত, বাহুরি

আমার যাদুটোনা করল, কি না জানি জরি খাওয়াইল, এক্কেবারে পাগল বনায়ে দিল ; চল যাদু দ্যাশে লইয়ে যাই, রোজুনীকান্ত কব্‌রাজের বিটারে দিয়ে তোমার চিকিৎসা করাইমু, তা'গোর গরে বোর জবর মদ্যমনারাণ তোল আছে, মাসেককাল মোর্দ্দন করলেই গুপাল আমার বাল অইব।

(নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদে। এই লন কোর্ত্তা পাচকান।

কন্দর্প। দে, (চাপকান লইয়া) আরে এ চিট্‌চিটাইছে কি ?

নদে। হঃ আপনি না কইলেন, ভুরুষ করতে, ভুরুষ করলাম চিট্‌চিটাইব না।

কন্দর্প। ও হালার পুত, জুতার কালি দিয়ে ভুরুষ করচু ; আমি না ক্যাবল ভুরুষ লাগায়ে জারতে কইলাম।

নদে। তা বালই অইচে, দ্যাহেনত ক্যামন চক্‌চকাইছে, কেউ জিগাইলে কইবন ব্যালাতি খোসবু মাথছি, বাস্‌ত একই।

কন্দর্প। যা টোপি চোসমা টোসমা লইয়ে আয়।

[নদের প্রস্থান।

আজিমা। ওরে বার অস্‌নে রে কন্দর্পে, বুরীর মাথার কিরে বার অসনে—

কন্দর্প। আজিমা, তুমি ক্যামন কও, আজ জানানাবঙ্গের ল্যাকচোর অইব, আমারে সোত্তাপত্তি মুসার ম্যাজের নিকট বইসে তালি বাজান দরাইয়ে দিতি অইব, আমি বার অমুনা ; এই তোমার বিয়াটা দিতে পারলিই তোমারে জোতা টোপী পরাইয়ে সৈভ্যা সাজাইয়ে বগল দইরে বার করমু।

আজিমা। আমার পোরাকপাল কেডা পোরাইল রে! কোন সর্ব্বনেশের মাগ য়ারী অইল, আমার ছুদের ছাওয়ালেরে বূত বানাইল।

কন্দর্প। আজিমা আরে বোজ বোজ, তোমার বরই বিরহ অইচে, বিয়া না অলি তুমি আর বাচবা না, হাহত কতদিন না অইল তুমি ইল্‌শা মাছের জোল মুয়ে দাও নাই, তোমার যে কি ক্যালেশ অইচে বুজতি পারছ না, সৈভ্যা অইলেই বোজবা।

(নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদে। এই লন পরকোলা, এই টোপী।

কন্দর্প। (চসমা টুপী লইয়া) দারী কইরে? আর সেই ফ্যাটা—আনচুস দে। (দাড়ী পরিধান)

আজিমা। আরে সৈত্য সৈত্য বূত বানাইছে বূত বানাইছে, হাহ হাহ মুয়ে শুরার ল্যাজ পইরে বূত সাজছে; ও কন্দর্পে তুই কি অইলি, ও কন্দর্পে তুই কি অইলি! আরে অনঙ্গঠাহুর-কন্যা এহানে রইত ত তোরে কবচ বাধিয়ে দিতরে কবচ বাধিয়ে দিত কন্দর্পে!

কন্দর্প। কও আজিমা তুমি বরই অসৈত্যা, আমি করছি কি, আপন অইতে দারী গজাইল না দারী লাগাইছি, দারী না থাকলে সৈভ্যা অইব ক্যামনে; দে নদে চইক্ষে ফ্যাটা বাইধে।

(নদেরচাঁদ কর্ত্তৃক কন্দর্পের চক্ষে ফ্যাটা বন্ধন)

আজিমা। পোরার মুয়া নদে, ছাওয়ালের চক্ষে ফ্যাটা বাধুস ক্যান? এ ক্যামন কলকত্তা, ক্যামন সৈভ্যতা! ইংরাজী পরলি সৈত্য অইলি কি চইক্ষু বন্ধন কইরে কুলুদের গাচে গুরার।

কন্দর্প। কুলুদের গাচে গূরায়—তোমার মাথা গূরায়, চইক্ষু না বন্দন কইরে সরকে যাইব ক্যাম্‌নে? এ কলকত্তা সহর—সরকে, বারণ্ডায় কত অশ্লীল মা'য়ে লোক আচে, তাগোর পানে তাকাইলি আমার চিত্তবিকার অইব না, আমি অশ্লীল অইব না! কত গুরা, বোলদ, গাদা, কুত্তা, বিলেই, সব উলঙ্গ অইয়ে সরকে গতায়াত করচে, তাগোর পানে তাকাইব ক্যামনে! মনে কুভাব আসবা না! আজিমা তোমার কন্দর্প আর সে ঝাউ-গাঁয়ের গাচে চরা অসৈভ্য ছাওয়াল নাই, ছয়মাস কাল কলকত্তায় বাস করচে, আর বাঙ্গাল কথা কয়না, ইংরাজী পড়চে, ফুটবল খ্যালছে, বার্ডসাই খাইছে, সোমাজে যাইছে, ল্যাকচোর শুনছে, সৈভ্য অইচে; সে তারিখ রাজবারীতে বর জোবর একটা শ্রাদ্ধ অইল, কত আতী গুরা দান অইল, আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, তা যাইলাম না, কখনই যাইলাম না; সেহানে বয়ঙ্কর অশ্লীল কাণ্ড অইল, এট্টা অশ্লীল স্ত্রীয়ালোক না আইসে শুনলাম কীর্ত্তন করলো।

আজিমা। আ আবাগে কীর্ত্তন শুনলিনা, কীর্ত্তন শুনলিনা, কৃষ্ণনাম শুইনে ত্থাহ পবিত্র করলি না।

কন্দর্প। হুঃ, ত্থাহ পবিত্র! অশ্লীল মা'য়ে মানুষরে না ত্থাহে আমি অশ্লীল অইয়ে যাই; সে গাহান করুক কৃষ্ণ কোথা, আর তা'র চইক্ষু ত্থাখে আমার মনে জাগুক বিরহ ব্যাথা; জানত না সৈভ্য অইলি, সোমাজে যাইলি, উন্নত প্রাপ্ত অইলি, মাইয়া মানুষ ত্থাখবা মাত্রই মনে কুভাব অয়, তবে স্বাধীন স্ত্রীয়ালোক অইলি সে কথা জুদা। তা য়্যাহন আমি চল্লাম, সদরে আমার পার-লোরে কএকটী সৈভ্য লেডী বইসে আছেন তোমার নিকট

তাঁ'দিগের পাঠায়ে দিছি, তোমায় ঝ্যামন করে পারেন বুজাইয়ে সুজাইয়ে ধইরে বাধিয়ে সৈভ্যা করাইবন, পুনঃ বিবাহে স্বীকার করাইবন। নদে হাত দর, চলে চল, দেহিস যেন যাতি যাতি উপরপানে তাকাসনা, স্ত্রীয়ালোক দেখিসনা, অশ্লীল অইবি।

নদে। ' লন কর্ত্তা আমরা চাষা মানুষ, আপনকার ইংরাজী-ওয়ালাগোর মত মাইয়ালোক ভাখলিই আমাগোর মুয়ে লাল জরেনা ; আইসেন।

[নদে ও কন্দর্পের প্রস্থান।

আজিমা। রইক্ষা কর মহাপ্রভু গউরচন্দ্র! কন্দর্পকান্তের আমার মতি ফিরায়ে দাও, আমি বাল কইরে মালসা ভোগ দিমু, কন্দর্পেরে সাথে কইরে লইয়ে শ্রীনোবদ্বীপ যাইয়ে পূরা মুচ্ছব দেয়াইমু। আ পোরাকপালে কলকত্তা, আ পোরাকপালে কলকত্তা, ছাওয়ালেরে আমার লিখাপড়া করতি পাঠাইলাম, ছাওয়াল আমার বূত অইল, ছাওয়াল আমার বূত অইল।

(কতিপয় সভ্য মহিলার প্রবেশ)

১ম মহিলা। বঙ্গের বিধবা বালা বসে বুঝি অইরে!
লট্ পট্ কেশপাশ, না পরে চিকণ বাস,
প্রাণে নাহি প্রেম চাষ, বিরহেতে হাঁস ফাঁস
সদা বসে করেরে!

সকলে। বঙ্গের বিধবা বালা বসে বুঝি অইরে!
কবরীতে নাহি ফুল, আঙুল না বোনে উল,
কাণে নাহি দোলে দুল, এখনও না ত্যজে কুল,
কুল কুল চায়রে!

সকলে। বঙ্গের বিধবা বালা বসে বুঝি অইরে!

বয়স সত্তরমাত্র, সঙ্গে নাহি বরপাত্র,
কাতরে কাটায় রাত্র, থাকিতে এতেক ছাত্র,
গাত্র দাহ সয়রে!

সকলে। বঙ্গের বিধবা বালা বসে বুঝি অইরে!
স্বাধীনা ভগিনী মোরা, প্রেমরসে প্রাণ পোরা,
আঁব যেন বর্ণচোরা, বীরদাপে আয় তোরা,
উদ্ধারিব ওরেরে!
ছুঁড়ী বুড়ী বঙ্গে আর রাঁড়ী নাহি রবেরে!
উড়াব উন্নতি-ধ্বজা কত মজা পাবরে!

সকলে। উড়াব উন্নতি-ধ্বজা কত মজা পাবরে;—
বঙ্গের বিধবা বালা বসে বুঝি অইরে!

আজিমা। দূর দূর দূর হুটীর বিটী, মুরীঘাটা যাবারে! সইরে যা সইরে যা ছুসনে—মাথায় পগ্য বান্ধে যত বিটী হুটী আসছেন ডা'নের মন্তোর ঝারতি, আমারে বূত বানাইতি; ছাওয়ালেরে বূত বানাইছেন, আমারেও বূত বানাইব; ও ত্রিলোকদাসী, ও ত্রিলোকদাসী—ঝট করে এক লোটা গঙ্গাজল লয়ে আয়, এহ্লানে ছিটায়ে দে, ছিটায়ে দে, আমার বৈষ্ণবের গর নোংরা করলো নোংরা করলো।

২য় মহিলা। অয়ি বিরহতাপ-তাপতাপিনী আসন্নাপ্রায়া বিষণ্ণবদনা বিরহিনী বিধবা বালে! অয়ি কন্দর্পকান্তগু-মাতামহী মহীয়সী মহিলে! মাভৈঃ মাভৈঃ, আমরা এসেছি;—নবপতিরূপ অমোঘ বিরেচক দিয়ে তোমার বহুদিনাবদ্ধ বিরহ-কষ্ট শীঘ্রই মোচন্ করবো; অতি ত্বরিতে সুকুমার পতির হাত ধরে তুমি

আগ্নীদের সঙ্গে গড়ের মাঠে মলয় বায়ু আহার করে ভ্রমণ করবে: বহুকালাবধি বিরহ সহ্য করে তোমার হৃদয়ের প্রেম-তরু শুষ্ক হ'য়ে গেছে, এস পবিত্র প্রণয়-রস ঢেলে আবার তাহা সতেজ করি।

সকলে। (গীত)

ঠানদি তোমায় সাজাব লো কনে।
অতি যতনে, যত এয়োগণে ॥
বেণী বাঁধিব ওলো রূপুলি চুলে,
থরে থরে থরে ঘিরে দিব ফুলে,
ধরে কি না ধরে দেখ নূতন বরের মনে
পরাব আবার কি গুলবাহার,
মাছে ভাতে দিনে রেতে হবে লো আহার,
বিচ্ছেদ বাঁধাব লো তোর একাদশীর সনে;
মগনা ভগিনী মোরা প্রেম বিতরণে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ষষ্ঠীবাবুর বসিবার ঘর।

ষষ্ঠী। (লেক্‌চার অভ্যাস করণ) If I live—if I am permitted to breathe the air of this terrestrial globe—if the

steam that animates this corporeal mechanism is not exhausted,—if the scarlet fluid called blood flows in my veins—if pulsation remains regular in my radial artery,—then I promise you—I give you my most solemn assurance—Ladies and Gentlemen—with all the emphasis I can command, that I will shake the Empire to its very foundation !

(শ্রীমতীর প্রবেশ)

শ্রীমতী। হ্যাঁ বাবা ষষ্ঠী একলা আছ ?

ষষ্ঠী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি এখানে কেন ?

শ্রীমতী। আমি বুড়ো মানুষ আমার আর বাইরে আসতে লজ্জা কি বাবা।

ষষ্ঠী। হ্যাঁ হ্যাঁ বুড়ো মানুষ তা'ই বলছি—একেবারে বাইরের ঘরে, এখনি একটা ভদ্রলোক এলে কি মনে করবে বল দেখি !

শ্রীমতী। আমায় দেখলে আর কি মনে করবে বাবা, কত ভদ্রলোকের সামনেই যে তুমি আপনি গিয়ে বৌমাকে টেনে টেনে আন।

ষষ্ঠী। তাঁ'কে কি অমনি আনতে যাই, জামা টামা পরিয়ে, জুতো টুতো পায়ে দিয়ে সভ্যের মতন সাজিয়ে আনি; আর তুমি পাকা চুলগুলো নড়বড় করছে, ময়লা ছেঁড়া কাপড়, কোঙ্গা হয়ে যেন বাঙ্গলা হ্রস্বউর মত হাঁটছ ; কেউ এসে যদি টের পায় যে তোমার গর্ভে আমি জন্মেছি তাহ'লে আমায় শুদ্ধ অসভ্য ঠাওরাবে।

শ্রীমতী। তা তুমি দিলেই আস্ত কাপড় পরতে পাই বাবা, কতদিন বল দেখি আধখানা থানের জন্যে তোমায় ব্যাগ্যতা

করছি; তোমার মাসী এই ন্যাকড়াটুকু দিয়েছিল তাই কোন মতে আবরু রেখেছি।

ষষ্ঠী। কি তোমায় কাপড় দিইনি? মিথ্যাবাদী! এই সেদিন যে তোমায় আধখানা নয়ানশুক দিলুম, এখনও দুবচ্ছর হয়নি।

শ্রীমতী। কবে বাবা?

ষষ্ঠী। এরমধ্যে ভুলে গেলে? সেই একটা থান এনে, তা'র আধখানা ছুবিয়ে আমার জন্মতিথির ভোজের দিন নিশেন করলুম, আর আধখানা তোমায় দিলুম।

শ্রীমতী। ওঃ পোড়াকপাল, সেকি আমার ভোগে লেগেছে। সে যে বৌমা কেড়ে নিয়ে তার বাজার বাক্স টাক্সর ঘেরাটোপ না কি তৈয়ের করলে।

ষষ্ঠী। কল্লে কি? করলেন বল্‌তে পারনা? ভারি অসভ্য; এখন চাই কি?

শ্রীমতী। আর চাই কি! বাবা মাসে তিনটী করে টাকা খোরাকি দিচ্ছিলে, তা'তে রাত্রে একটু গুড় গালে দিয়েও জল খাবারের পয়সা কুলোয় না, তা মরুকগে এক রকম চলছিল, তা'র ভেতর বাবা আবার এ মাসে বারটী পয়সা কম দিয়েছ কেন?

ষষ্ঠী। কম দিয়েছি—না তুমি আমায় বরাবর মাসে তিন আনা করে ঠকাচ্ছিলে, ভাগ্যে নীরদা বলে দিলেন যে মাসে দুটো করে একাদশী পড়ে দুদিন ত তুমি খাওনা, সে পয়সা কি হয়? মাসে বাড়া কম আছে, গড়ে আমি ছপয়সা করে কেটে নিয়েছি।

শ্রীমতী। ও বাবা একাদশী করি বলে সেই পয়সা কেটে নিলে, ঐ থেকেই ত দশমী দোয়াদশীর জলখাবার করি।

ষষ্ঠী। ওঃ! একাদশীর উপোস কর বলে তা'ই বুঝি দশ-

মীতে ডবল করে খেয়ে নাও, অমন চোঁয়াঢেকুর তুলতে তুলতে উপোস করে সবাই পুণ্যি করতে পারে; যাও যাও তোমাদের সব ভিটকিলিমি আমি বুঝি; আমার কাছে খোরাকি নিতে তোমার লজ্জা করেনা? বাঙ্গালি বাপ মার মনে একটু সেল্‌ফ রেস্পেক্ট নাই! আচ্ছা ইচ্ছেও করেনা, যে কেন ছেলের রোজগারের উপর নির্ভর করবো, আপনার খরচ আপনি স্বাধীন হয়ে চালাই?

শ্রীমতী। হ্যাঁ ষষ্ঠী তোমরা দেবেনা ত বুড়ো মা কি নিজে রোজগার করতে যাবে! অমন কথা মুখে এননা, বাবা, মাতৃভক্তি করলে তোমার ভালই হবে।

ষষ্ঠী। সে তোমার মতন মা'কে ভক্তি করলে নয়; আমি খুব মাতৃভক্তি করতে জানি ভারতমাতার জন্য আমি দিন রাত ব্যতিব্যস্ত—

শ্রীমতী। সে আবার কে—তোমার আর কে মা আছে?

ষষ্ঠী। ভারতমাতা, ভারতমাতা, দেশ—দেশ, যা'কে মাদার কন্‌ট্রি বলে—বুঝেছ?

শ্রীমতী। ওসব ইংরিজী বৌমাকে বুঝিও বাবা, আমি কি বুঝব, আমার বাবা ঐ তিনটী গণ্ডা পয়সা আর কেটনা।

ষষ্ঠী। দেখ ফের যদি ঘ্যান ঘ্যান কর তাহ'লে যা দিচ্ছি তাও বন্ধ করে দেব, এখন যাও, আমি ঘরের চাবি বন্ধ করে বেরুব, তোমার সঙ্গে বকে সময় নষ্ট করে আমি মাতৃভূমির কাজ মাটি করতে পারিনি।

শ্রীমতী। হাঃ পোড়া অদৃষ্ট, সন্তান হ'তে এমন হ'ল!

ষষ্ঠী। তুমি জান হঠাৎ আমায় পেটে ধরেছিলে, জায়গা না

দেবীর তোমার একবারই ছিলনা, এই হিসাবে তোমাকে মা, বলা যায়; তা বলে দিবা রাত্রি আপনার মার ভাবনা ভাবতে গেলে ভারতমাতার কাজ হয় না; আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, মায়া, এনার্জী, য্যাজিটেসন, চাঁদা-রোজগার এখন সবই তাঁর জন্য, ভারতমাতা বই আর আমার মা নাই, এখন আমি ভারত-সন্তান।

শ্রীমতী। আহা, হোক হোক যে ভাগ্যিমানী আমার পেটের ছেলেকে পর করে নে আপনার করেছে তা'র ভালই হোক; ভারত ভারত কচ্ছো বাছা, আমি বুঝেছি সে ভারত কে, তোমার শাশুড়ী ত—বৌমার মা? আমি বেটা পেটে ধরে যা না পেলুম, সে মেয়ে বিইয়ে তা পেলে, ভাল হোক ভাল হোক।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠী। আঃ botheration botheration! মাগুলো—বিশেষ আমাদের বাঙ্গালির ঘরের মাগুলো—sources of all evils, সকল অনিষ্টের মূল। Natureএর accidentএ পেটে ধরে একেবারে মাথায় চড়ে বসে! আমাদের মতন এমন enlightened men, who are destined to accomplish great things in this world—সব বিষয় এমন লায়েক আমরা,—একটা অসভ্য মেয়ে মানুষের পেটের ভিতর দিয়ে না এনে কি আমাদের ভারতে appear করাবার অন্য উপায় ছিলনা।

-O, why did God,
"Creator wise, that peopled highest heaven
"With spirits masculine, create at last
"This novelty on earth, this fair defect
"Of nature, and not fill the world at once
"With men, as angels without feminine,
"Or find some other way to generate
"Mankind?"

কিন্তু তাহ'লে ত আমাদের better হাফ স্ত্রীও থাঁকৃত না ত। তা'ইত বলি যে এজ্ যত এ্যাডভান্স কচ্ছে, পৃথিবী যত পুরাতন হ'য়ে আসছে, মানুষের বুদ্ধির দৌড় তত বাড়ছে; ইণ্টেলিজেন্স ফোরসাইট তত কীনার হচ্ছে; এই মিল্টন মেয়েমানুষদের বিরুদ্ধে ঐ কথা লেখবার সময় স্ত্রীর কথা ভাবেননি; কেন এর ত অতি সহজ উপায় পড়ে রয়েছে—হ্বাট ইজ পরমেশ্বর যদি অম্নিপোটেণ্ট হন্—আমি যদি পরমেশ্বর হতেম তাহ'লে য়্যাডাম ইভ্ যেমন একেবারে হয়েছিল, তেমনি সব বড় বড় জোড়া জোড়া মানুষ একেবারে তৈয়ার কর্ত্তেম, নিদেন আমাদের কমিউনিটীর ভিতর।

(নীরদার প্রবেশ)

নীরদা। ওগো—

ষষ্ঠী। হাম্বা—

নীরদা। রকম দ্যাখ! ও কিও?

ষষ্ঠী। যেমন ডাক তেমনি উত্তর, তুমি আমায় 'গো' কিনা গোরু বলে ডাকলে, আমিও তেমনি ডাক ডেকে উত্তর দিলেম।

নীরদা। তা আবার তোমায় কি করে ডাকব?

ষষ্ঠী। কেন ইংরেজের স্ত্রীরা তা'দের হজ্ব্যাণ্ডকে যেমন করে ডাকে—হেন্‌রিকে হ্যারি, উইলিয়মকে বিল্, তেমনি—আমি ত তোমায় কতবার তা শিখিয়ে দিয়েছি, আমাকে কেমিলিয়ারলি কখনও ষষ্ঠে বল্লে কখনও আদর করে ব্যাটাব্যালকে কুঁচকে ডিয়ার ব্যাটা বল্লে; দেখ তুমি উন্নতি পেয়েও পাচ্ছনা।

নীরদা। কেন, ঘোমটা তুলে দিয়েছি, সময় সময় জুতো

মোজাও পরি, শাশুড়ীকে লজ্জা করিনি, ধম্‌কে কথা কই, তোমার ইয়ারদের সাম্‌নে বেরুই, আর কি করতে হবে ?

ষষ্ঠী। একেবারে পূরো স্বাধীন হ'তে হ'বে, যেমন আমি তেমনি তুমি।

নীরদা। কেন ঐ রকম দাড়ী রেখে, চোগা-চাপকান পরবো ? তা আমা হ'তে হবেনা।

ষষ্ঠী। না না চেহারা বদলাতে হবেনা, সজনীবাবুদের মত অনেকটা ঐ রকম, আমি তা মানিনে, কিন্তু আমার সঙ্গে সকল যায়গায় যেতে হ'বে, চল আজই ইডেন গার্ডনে বেড়াতে যাই।

নীরদা। গাড়ীর ভেতর বসে থাকতে বলত পারি, তা'র ওপর আর নয়।

ষষ্ঠী। না, বেশ আমার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বাগানে বেড়াবে, যেমন সাহেব বিবিরা বেড়ায়।

নীরদা। দেখদেখি তোমার সব বাড়াবাড়ী, বাঙ্গালির মেয়ের অতটা কি ভাল দেখায়, আমি তা পারব কেন ?

ষষ্ঠী। বেশ পারবে, তোমার সেই পোষাক টোষাক পরে বেড়ে ! বেশ ! ওঃ, কেমন দেখাবে ! ডারলিং তোমার অমন নন্‌পেরিল বিউটী কি জানানার ভিতর বন্ধ রাখলে ভাল দেখায়।

নীরদা। না না, ছি ছি, সবাই মনে করবে কি ! মা, দাদা, এঁরা শুনলে কি বলবেন ! পাড়ার পাঁচজন মেয়ে আসে যায়, তা'রা ঠাট্টা করবে ; যতটা চলছে সেই ভাল, বাঙ্গালির মেয়ের আর বেশী কি ভাল দেখায় ?

ষষ্ঠী। না না তুমি বোঝনা ; দেখ আমার মেজাজ ঠাণ্ডা তা'ই ভাল করে বলছি, মিষ্টার দামুপোদ্দারের স্ত্রী ঐ রকম লজ্জা করত,

স্বাধীন হ'তে চাইত না, তা'রপর একদিন তিনি এমন জুতোর বাড়ী দিয়েছিলেন, যে স্ত্রীলোকটী সেই দিন থেকেই পুরো স্বাধীন হ'য়ে গেল।

নীরদা। মুখে আগুন তা'র। আমি বেশ বুঝিছি—তুমি কি পাগল হ'লে নাকি?

(গীত)

ছি ছি ছি ছি ছি।
তুমি পাগল হ'লে কি ॥
ওগো লজ্জা দিওনা ধরি তোমার পায়,
দেখ কাঁপছে বুক মুখ শুকিয়ে গেছে হায়,
পরপুরুষের কাছে বাবু যাওয়া কিগো যায়;—
ভুলছ কেন ও প্রাণনাথ আমি বাঙ্গালীর ঝী ॥

ষষ্ঠী। নীরদা, আমি পাগল হবার ছেলে নই, আমার এর ভিতর একটু মতলব আছে; একটা কাজ হাসিল করতে হ'বে, সেটা সজনীদের দলের সঙ্গে না ভিড়লে চলবে না; আমরা স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটু কম মনোযোগী বলে ওরা আমাদের নিন্দা করে, দিন কতকের জন্ত একটু মেশামেশি করতে হ'বে; ওরা আজ ইডেন গার্ডনে সব লেডি নিয়ে যাবে, আমায়ও তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে মিট্ করবার কথা আছে।

(ফটিকের প্রবেশ)

ফটিক। ভ্যাটাভ্যাল ভ্যাটাভ্যাল, সম্বন্ধী!

ষষ্ঠী। কি তুমি যে হঠাৎ?

ফটিক। এই যা হ'ল আর বারদিগর হবেনা, কার্ড টার্ড ছাপিয়ে নিচ্ছি রসনা, আপাতত এক কাজ কর ত আমার নামটা লিখে নাও।

ষষ্ঠী। নাম লিখে নেব কি ?

ফটিক। আর কি, আমি দেশহিতৈষী হ'ব, যা থাকে কপালে; চাকরি বাকরি হ'লনা তা'তেও চেপে চুপে ছিলুম কিন্তু আর পারা যায়না, হারাণ চাটুয্যের ছেলের সঙ্গে খুকীর সম্বন্ধ হচ্ছে, তা শালারা একেবারে পাঁচ হাজার টাকার ফর্দ্দ দিয়ে বসেছে হে! আর কি দেশহিতৈষী না হ'লে চলে, তোর হিঁদুয়ানির মুখে মারি ঝাড়ু।

ষষ্ঠী। Are you in earnest ? সত্য বলছ ?

ফটিক। গাটুর গাটুর গোষ্ট,—সত্যি না ত কি; নাপতে এসেছিল বলেছি আর খেউরি হচ্ছিনে, তোমার অন্ন গেল এবার দাড়ি রাখবই রাখব, দেশহিতৈষী হবই হ'ব; আচ্ছা শালা এখানে খালি নীরদা আর তুমি আমি আছি, আর ত কেউ নেই, একটী ভাই যথার্থ পরামর্শ দিবি, আচ্ছা কি হওয়া যায় বল দেখি ? দেশহিতৈষী হই, না বেহ্মজ্ঞানী হই, না আজ কাল ঐ যে হয়েছে গেরুয়া কামিজ টামিজ পরে হিঁদুয়ানি,—তাই হওয়া যায়, কি করা যায় বল দেখি, বেশী সুবিধা কিসে ?

ষষ্ঠী। Oh you are joking.

ফটিক। পোক্—পোকিং।

ষষ্ঠী। যাও যাও ঠাট্টা করনা, এখনি আবার তোমার সিস্‌টারকে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে যেতে হবে।

ফটিক। সেকি—নীরদা ?

নীরদা। এই দেখনা দাদা, তা ভাই—আমি ভাই—কি করবো ভাই? বলে—"পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে বলে সাথে।"

ফটিক। ও শালা তোর দেশহিতৈষীতার মাত্রা বেড়েছে যে দেখতে পাচ্ছি, তোর দলে নাম লেখালে ত আমাকেও কবে মাগ বে'র করতে বলবি; পোষাল না বাবা চল্লেম ঐ গেরুয়া টেরুয়ারই চেষ্টা দেখি, আজ কাল ঐটের নূতন নূতন পসার আছে।

নীরদা। ও দাদা আমি কি করবো?

ফটিক। ঐ শালাকে জিজ্ঞেস কর, একদিন আক্কেল না পেলে ত ও সোজা হবেনা, চল্লেম।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠী। কি এ সম্পর্ক! শালা, শালা—ভারি অসভ্যতা, দেখ নীর তুমি কাপড় চোপড় পরে ঠিক হওগে, আমি ঝাঁ করে ছাপাখানাটা ঘুরে আসি।

[প্রস্থান।

নীরদা। গেলে মজা বেশ—কিন্তু ভয় করে, যে সাহেব টাএব—তা উনি ত সঙ্গে থাকবেন, আরও পাঁচজন মেয়ে যাবে শুনছি; পাড়ার পাঁচজন ঠাট্টা করবে তা আমি কি করবো? সোয়ামী যদি নিয়ে যায় তা আমি কি জোর করতে পারি? আমি ত আর আপনি সাধ করে যাচ্ছিনে।

(প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ)

এই যে ভাই তোরা এসেছিস, আঃ বাঁচলেম! ও ভাই কায়েত-ঠাকুরঝী তোমার ত ভাই সম্পর্ক, তুমিই না হয় ভাই বুঝিয়ে বল, মানা কর।

কা-ঠা। কা'কে—কি মানা করবো—কি হয়েছে?

নীরদা। আমি যার ঘরের ভিতরই ওঁর সঙ্গে মুখের পানে চেয়ে কথা কইতে পারিনে, হাত ধরে কেমন করে বেড়াতে যাব?

কা-ঠা। কা'র সঙ্গে, কোথায় বেড়াতে যাবি?

নীরদা। তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আর কোথায়, আমায় ভাই সেই কোথায় হিডেন্ গাডেন্ না কি, যেথানে সাহেব বিবিরা হাওয়া খায়, সেইখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছে; হাত ধরে কেমন করে বেড়াতে যাব?

কা-ঠা। তা যাবি যানা, তার আবার ভয় কি; তোর ভাতার একজন দেশ উদ্ধার, পরদার আবরু ঘুচুতে বরাহ-অবতার, আছে ত পাঁচজন ইয়ার, দেখবে না তা'রা মেগের বাহার! আহা মনে হয়েছে সাধ, সাধিসনে ভাই বাদ; বলে—"পড়েছি দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিনে রেতে"; তোমার কি ভাই লজ্জা করলে চলে? লজ্জা করে যাও টউন হালে।

নীরদা। বেশ ভাই যা'হোক ভাল লোককে সহায় হ'তে বলেছি, বলে "যার কাছে চাই ব্যবস্থা, সেই করে তিন অবস্থা"; তোমায় বল্লুম কি না তোমার ভাইকে বলে ক'য়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা কর, না তুমি পাঁচালির ছড়া গাইতে সুরু করলে।

কা-ঠা। কেন ভাই আমি কি মন্দটা বলেছি, কেমন লো জ্ঞানদা তোরা চুপ করে রইলি কেন? বলনা, যা'র জন্যে লজ্জা সরম সেই যখন তা চায়না, তবে আমাদের কেন মিছে বায়না; বলছে বেড়াতে যেতে যা, আরও ত পাঁচজন আছে পাশে, তা'রাও ত মাগ বনের হাত ধরে আনবে বাগানে, তুইও দলে মিসে যাবি সেখানে; এলোচুলে ঘোমটা খুলে, হেলে দুলে,

বেড়াবি ফুল তুলে, ভাতার শিউরেবেনা আর পরপুরুষ ছুঁলে; ষষ্ঠীদাদার আমার মনটী শাদা, বুদ্ধিটুকু মস্ত হাঁদা; বলছে যেতে, সেজে গুজে চলনা, হ্যাঁলা ওলো তোরা বলনা লো বলনা।

জ্ঞানদা। শুনেই ভাই হয়েছি অবাক, বলার কথা তোলা থাক, কবে আমার তিনি যে উঠবেন খেপে, তা'ই ভেবে আমি মরছি কেঁপে।

নীরদা। এখন কথা রাখ ভাই উপায় বল; এখনি যে সে আসবে নিতে, যদি বলি যাবনা, বিপরীত হবে হিতে।

শীলদা। কে জানে ভাই নীরদা কেমন তোমার মন,
কত করেছিলে পুণ্যি তাই পেলে এমন পতিধন।
আমায় যদি অমনি করে আদর করে বলে,
আমি সোহাগেতে পাগল হই আহ্লাদে যাই গলে।
রেল পেড়ে কাপড়খানি পরি রং করে,
দুখান চারখান যা আছে গায়ে নিই পরে।
"কুন্তলীন" মেখে চুলে বাঁধি বেণে-খোঁপা,
কাঁটার মাঝে এঁটে দিই গোলাপ ফুলের থোবা।
মামার আছে দরজীর দোকান জামা আনি চেয়ে,
ঠোঁট দুখানি করি রাঙ্গা ছাঁচি পান খেয়ে।
কাজল তুলে চখের কোলে ধীরে ধীরে দিই,
তুলোয় করে বেলের আতর কাণে গুঁজে নিই।
ঠম্‌কে চলি ঝম্‌ঝমিয়ে জলতরঙ্গ মল,
পর্‌তে রাজি চীনের জুতো লাজে দিয়ে জল।
তা'ত নয়—হাঁদাপতি গোম্‌ড়ামুখো কাঠ,
দিবে রাত্রি খিচিয়ে আছে মুখের নাইক আঁট।

পাকাচুলো গোঁপ কামান ঘুমোয় খালি পড়ে,
আমায় নিয়ে বেড়াবে কি আপনিই না নড়ে।
কোন সখ নাইক প্রাণে যেন আস্তিকেলে বুড়ো,
কথায় কথায় বলেন "আমরা হিন্দুকুলের চূড়ো"।
বিস্তর পাপে মনস্তাপে পেয়েছি এমন ভাতার,
তাঁতির হাতে পড়ে আমার উলুবনে সাঁতার।

কা-ঠা। এই দেখদেখি শীলদা কত আক্ষেপ কচ্চে, বাহার দিয়ে বাইরে বেড়াবার ওর কত সখ।

শীলদা। না কায়েত-ঠাকুরঝী তা নয় সখের কথা বলছিনে, তবে স্বামী যদি সঙ্গে করে নিয়ে যায় তাহ'লে আমি তত লজ্জা ভাবিনা।

নীরদা। বাজে কথা রাখ কায়েত-ঠাকুরঝী, আমায় এখন উপায় বল, তোমার পায়ে পড়ি ঠাট্টা করনা।

কা-ঠা। উপায় আর কি—কোথায় যেতে যাবি? ষষ্ঠীদাদার কতকগুলো বাতিক চেগেছে বইত নয়, যত আটকুটে বরাখুরে ডোকলার মজলিসে কুলের বউকে তা'ই টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে; মাগ না বা'র করলে বুঝি সভ্য হয় না! আমাদেরও ত আছেন উনি, সবাই বলে একজন মস্ত জ্ঞানী, ইংরিজীতে খুব বিদ্যা ভারি, সাহেব মহলে আছে নামটা জারি, মানেন কি সেই বেম্ম-ধম্ম, কিন্তু নয় ত এমন হতভম্ম! এই যে আমার আছে বার ব্রতটা, তা'তে ত তিনি হন্তারক হ'মনা, আর জামা জোড়া পরে বৈঠকখানায় গিয়ে বার দিয়ে বসতেও বলেন না। তুই পণ করে বসবি ধনুক ভঙ্গ, বাইরে বেড়াতে যেতে নিসনে সঙ্গ, যদি কত্তে আসে জোর, ঘরে গিয়ে দিবি দোর, একদিন না একদিন আক্কেল পাবে

যখন, দেখিস কত ভাল বলবে তোকে তখন। আমরা এখন চল্লুম তুই ভয় করিসনি। বলে, "সতীর পতি নারায়ণ পতি লজ্জা নিবারণ", পতি হ'য়ে কোথা লজ্জা রাখবেন না লজ্জা ঘুচিয়ে দিচ্ছেন ; এমন কথনও ত শুনিনি—ঘরের ভেতর নাচি কুঁদি যা বলে তা'ই কত্তে পারি, তা বলে বাইরে—ছি ছি!

প্রতিবাসিনীগণ। (গীত)

কথা শুনে মনে লাজ পাই ;
দে দে ঘোমটা টেনে ম্যানে কম্‌নে যাই ॥
ওলো হ'লত লো ভাল জ্বালা,
অবলা কুলের কুল-বালা,
কেমনে বলনা ধরম সরম খাই।
সাজ গোজ সব কোরে ঠাটে,
হ'বে বেড়াতে গড়ের মাঠে,
ভাতারের আবার একি বেয়াড়া বাই ;—
শিখলে এ ঢং কোন পোড়ারমুখোর ঠাঁই ॥

[নীরদা ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

নীরদা। যা আমার দোষ কেটে গেল, এবার ঠাট্টা করলে বলব উনি খুনোখুনি হন সেটা চখে দেখা কি ভাল; কিন্তু কথনও যাইনি ভয় ভয় একটু করছে বটে ; তা আরও পাঁচজন ত থাকবে, আমি ওঁর কাছে কাছেই থাকব ; বিশেষ শুনেছি সাহেবেরা খুব ভদ্রলোক তা'রা মেয়েমানুষকে কিছু বলে না।

বেড়ে মজা হবে, গড়ের বাজনা শুনব, ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলো দেখব,—একদিন ভয়টা ভেঙ্গে গেলে আর কি ওঁকে ছাড়ব, তাহ'লে রোজ রোজ যাব।

(স্বাধীনা মহিলাগণের প্রবেশ)

(সুরে-পাঠ।)

আমরা এসেছি নিতে, তোমারে দেশের হিতে,
দশের ছি তে চিতে করনা সরম।
সবে ভাঙ্গিব জানানা, তুমি তা'কিগো জাননা,
মেননা মেননা সখি বকেয়া ধরম॥
আদেশ দিয়েছে পতি, এস ভগ্নী রসবতী,
আবরু রেখনা আর পুরাণ পর্দ্দার।
চল যাই সহচরী, ভারত উদ্ধার করি,
কি ভয় তোমার তিনি দলের সর্দ্দার॥

নীরদা। যেতে ত মন সুরে, কিন্তু লজ্জা যে কেমন করে।

সকলে। (গীত)

পতি পাগল সাধিছে পায়ে ধরে।
লজ্জা কেন লো চলনা সজ্জা করে॥
জাগ জাগ ভগিনী উদিল সুদিন,
তেড়ে ফুঁড়ে এস হ'বে যদি লো স্বাধীন,
আর পাবেনা এমন দিন পরে।
কবে ভারত উদ্ধার যাবে সরে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

স্কুলের ছাত্রগণ।

(গীত)

হাঃ হাঃ হাঃ কেয়া মজা পাই কেয়া মজা পাই।
ফূর্ত্তি করে স্কুলেতে ভর্ত্তি হ'তে যাই॥
লেখা পড়া হয় বা না হয়, আর ত নাইক বেতের ভয়,
হালের ছেলে স্বাধীন, সবে লেকচারেতে বাজাই তাই।
আর গ্রামার পড়ব না, তেরিজ কসে মরব না,
ডিগ্‌বাজীতে প্রাইজ পাব,
ভ্যালা মোদের প্রতাপ ভাই ;—
করবে আলো ফিউচার নেশন, এডুকেসন হ'ল হাই॥

বেণী। শেৎলা ছোঁড়া ভাই ভারি চেঙ্গড়া বুঝেছ হে ঘনশ্যাম, কালকে সকাল সকাল ছুটী চাইলে তা জ্ঞানা মাষ্টার বল্লে বাড়ীর চিঠি না পেলে দেবনা, আর ও অমনি চুপ করে রইল।

ঘন। রসনা বেণী, আজ বিকেলে প্লে-গ্রাউণ্ডে এলে ক্লব থেকে ওর নাম কেটে দেব, একদিন যদি আমাদের ভাল করে ফীষ্ট দেয় তাহ'লে ফের ঢুকতে দেব, নইলে কখনও নয়।

চন্দ্র। হ্যাঁ ও আবার ফীষ্ট দেবে! শালা হুটো করে পয়সা

সবে জলপানী পায়—হরির দোকানে ছ' আনা বার্ডসাইএর ধার হয়েছে তা'ই যার দিতে পারেনা।

বেণী। বাবা জলপানীর পয়সায় এখন কি আর চলে চন্দর, আমি—বাবা আপিষ থেকে এসে হাত মুখ ধুতে গেলেই চাপকানের পকেট হাতড়াই।

কৃষ্ণ। আমার ভাই বড় মজা, মা জানে আমি ভালছেলে আমায় খুব বিশ্বাস করে, হাত জোড়া টোড়া থাকলে পয়সার দরকার হ'লে বাক্সর চাবি আমায় দেয়, আমিও ভাই তা'র ভেতর কিছু কিছু হাতাই, মা টাকা কি পয়সা কম হ'লে বকতে ঝকতে থাকে আমি অমনি ভ্যাক করে কেঁদে ফেলি, মা মনে করে কেষ্টা নেয়নি, একে তা'কে মনে করে।

বেণী। আর শেৎলা শালাকে আমি যত শিখিয়ে দিই যে রাত্তিরে তোর মা'র বালিশের নীচে থেকে চাবি চুরি করে বাক্স থেকে কিছু হাতাস, তা শালা বল্লে কিনা "চুরি করলে পাপ হয়," "বাপমার মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়"—stupid ভারি চেঙ্গড়া, যে মর্যালকরেজের কথা শুনেছিস বেটার তা আদপে নাই।

(গোবিন্দবাবুর প্রবেশ)

গোবিন্দ। কি বাবা ঘনশ্যাম এগারটা বাজে যে এখনও রাস্তায় বেড়াচ্ছ স্কুলে যাবেনা?

ঘন। এই যাওয়া যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে—

গোবিন্দ। না না ছি ছি, স্কুলে যাও স্কুলে যাও, দেরি হ'লে মাষ্টার বকবে টকবে।

ঘন। আপিষ যাচ্ছ যাওনা মিছে ফ্যাচাং কর কেন;

তোমরা যেমন গোলামী কর আপিষের সাহেবের বকুনির ধার ধার, আমরা অমন মাষ্টারের বকুনির তোয়াক্কা রাখিনে, এক কথা বল্লে অমনি ঝাঁ করে নাম কাটিয়ে যাব; আমাদের ক্লাশে ইউনিটী আছে, সকলে এককাট্টা হ'য়ে মাষ্টারকে একদিন ছুটীর পর রাস্তায় খুব ঠ্যাঙ্গানি দেব, তা'র পর গিয়ে ঝাঁ করে ষষ্ঠীবাবুর স্কুলে ভর্ত্তি হ'ব; তিনি বলেছেন আমাদের মতন মর‍্যালকরেজওয়ালা ছেলে পেলে এক ক্লাশ উপরে ভর্ত্তি করবেন, আর আমি যদি দশটা ছেলে নিয়ে যেতে পারি আমাকে ফ্রি করে নেবেন; বাবার কাছে মাসে মাসে ঠিক মাইনে আদায় করব তা'তে তুশ মজা ওড়ান যাবে।

গোবিন্দ। হ্যাঁরে ঘনশ্যাম তুই আমার সামনে ওসব কি বলিস! তুই যে কালকের ছেলে কত কোলে করেছি তোকে, তোর বাপ যে আমার সঙ্গে মান্য করে কথা কয়।

ঘন। বাবা সেকালের গউরমোহন আড্ডির স্কুলে পড়েছিলেন, তা'রপর ওজন সরকারি চাকরি করে করে তাঁর কি আর স্পিরিট আছে; তোমাকে মান্য করব তুমি কে। ওসব বয়সে বড় টড় এখন আর আমরা মানিনে।

গোবিন্দ। রস ত তোর বাপকে আজই বলে দিচ্ছি।

কৃষ্ণ। হুর‍্‍র্ বক দেখছ—

গোবিন্দ। দূর বেটা মালীর ছেলে, তোদের কি, ছোট লোক বেটারা—দুবছর পরে যে যার জাত ব্যবসা ধরবি; এ ভদ্র লোকের ছেলেদের এখন উৎসন্ন গেলে এর পর শোধরালেও যে আর অন্ন হ'বার উপায় থাকবে না, লেখাপড়া না জানলে, সহবৎ না শিখলে এরপর যে কেউ কাছে বসতে দেবেনা।

ঘন। ওহে বুড়ো ইয়ার, পকেটে দেশলাই টেশলাই আছে, একবার দাওনা, বার্ডসাইটা ধরিয়ে নিই।

বেণী। মাষ্টার, অনেকগুলো পান হাতে করে চলেছ যে, দুএক খিলি ছাড়না।

গোবিন্দ। ও গুখেগোর বেটারা, আমি যে তোদের বাপের চেয়ে বড়, পাড়ার সকলে যে আমায় মুরুব্বির মতন দেখে, তোদের মুখের আঁট নেই ;কি সর্ব্বনাশ—এসব কি ছেলে জন্মাল! তা যেমন শিক্ষা পাচ্ছে তেমনি হচ্ছে, মাথায় এখনও রসুন-তেল মাথাতে হয়, এদের শেখায় কি না স্বাধীন হও, তা ছেলেদের অধীনতার আইডিয়াটুকু হচ্ছে, বাপ মা পড়তে বলে, মাষ্টার বকে, বয়ঃজ্যেষ্ঠ মুরুব্বি লোকে শিষ্টশান্ত হ'তে বলে, সেইগুলো না মানা বইত আর কিছু নয়; এদের অভিধানে ইউনিটী অর্থে কন্‌স্পিরেসি, মর‍্যালকরেজ অর্থে ইম্পার্টিনেন্স, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অর্থে ইন্‌সবরডিনেসান।

ঘন। (চুমকুড়ি দিয়া) বাঃ বাঃ বেশ বলছ, পড় বাবা আত্মারাম!

গোবিন্দ। চোপরাও ছুঁচো, এখনি কাণমলে কাণ ছিঁড়ে দেব; যত কতকগুলো হয়েছে পেসাদার স্কুল, কেবল একরাশ ছেলের পাল জমিয়ে মাইনে আদায় করবার ফিকির, একবার ললিয়ে কলিয়ে কম মাইনেয় ভর্ত্তি করতে পারলে হয়, তা'রপর খালি মাইনে বাড়াচ্ছে, আর বছরে হাইকোর্টের চেয়ে বেশী ছুটী, তা'র উপর পাখার পয়সা, জলের পয়সা,—আর একবার ছেলে দিলে যে ছাড়িয়ে আর একটা স্কুলে ভর্ত্তি করবে তা'রও যো নাই, পুরাণ বাঁধি বই সব উঠে গেছে, এই সব স্কুলে এক

এক যায়গায় এক এক ধরণের বই, স্বয়ং যে যার মাষ্টারেরা লিখেছেন; আবার তা'র উপর এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে করপোরেল পনিশমেণ্ট একেবারে উঠে গেছে,—গুরুমহাশয়ের আড়কাটায় টাঙ্গান বিচুটী মারা খারাপ বলে একেবারে কি ছেলেদের গায়ে হাতটী দেবে না,—মধ্যে মধ্যে এক এক ঘা বেত কি এক আধটা কাণুটী না খেলে ছেলে যে ছেলে তা তা'র মনে থাকবে কেন?

বেণী। কামেলং ইউ সনিয়ার পিচ্ ফাইট্ লড়বে?

ঘন। দাওনা বেণী, ড্যাম ইওর আইজকে ব্যাট্ পেটা করে।

গোবিন্দ। এর কম ছাড়বে কেন! সাহেবদের ছেলেরা স্কুলে ব্যাটবলে হাতের তাগ চখের দৃষ্টি প্র্যাক্‌টীশ করে, বড় হ'লে যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি গোলাতে খাটায় না হয় বাঘটা আসটা মারে, তা তোদের সে সব ত কিছু হবেনা, তা তোমরা জীবন-নাস্তিক কচ্ছো, ফুট্‌বল খেলছ, গাঁয়ে জোর হচ্ছে, এক জায়গায় তা'ত রাখতে হবে, তা বাঙ্গালির ছেলে ফৌজেও ঢুকবে না, লড়াইও করবে না, অন্য কা'কেও মারতে গেলে পুলিষ হাঙ্গামা আছে, তা বাপ জ্যাঠার অন্ন খেয়ে শক্তি, তা'দেরই ঠেঙ্গিয়ে হাত নিসপিষুণিটে নিবৃত্তি করবে বইকি! সেই যে হরলাল ভায়া বলেছিল মন্দ নয়, একজামিনের সময় ছেলে কোস্তাকুস্তি করেছে বলে বাপ খুড়োকে হলফ করে সার্টিফিকেট দেবার হুকুম যদি সেনেট থেকে বেরোয়, তাহ'লে কি আর করব, চখের কোলে একটা কালশিরে পাড়িয়ে রেজিষ্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলব, এই দেখ ছেলেআমার খুব জীবননাস্তিক শিখেছে, আমায় দেগে ছেড়ে দিয়েছে।

চন্দ্র। এই এই—আপিষ গো, আপিষ গো,—দেরি হ'লে সাহেব মাইনে কাটবে।

গোবিন্দ। আমার ছেলে যদি অমন হয় তাহ'লে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলি।

ঘন। তোমার ছেলে আমাদের ক্লবের কাপ্তেন।

চন্দ্র। চাকরি করতে যাচ্ছ যাও, মোদ্দাৎ সন্ধ্যার পর মুখুর্য্যে-দের বাড়ী দাবা খেলতে যাও, তাঁতিপুকুরধার দিয়ে যেতে হয় সেটা যেন মনে থাকে।

গোবিন্দ। চোর হ'বি বেটারা ঘানি টানবি জেলে থাকবি, বামুনের ভাতে আছিস এখন বুঝতে পাচ্ছিসনে, যখন বাঁদামের খবর নিতে হ'বে তখন হাড়ে হাড়ে টের পাবি; আর তোদের বলব কি;—মুখে আগুন তোদের মাষ্টারের, মুখে আগুন তোদের লেখা পড়ার, আর মুখে আগুন তোদের সেই ষষ্ঠী বট-ব্যালের! সেই আঁটকুড়ীরবেটা এক স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে কচি কচি ছেলের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে, ভদ্রলোকের ছেলে-গুলোকে একেবারে উচ্ছন্ন দিলে, এরপর যে অন্ন জুটবে না, অন্ন জুটবে না।

[প্রস্থান।

সকলে। হুবুর্ বক দেখেছ! বুড়ো ইয়ার বক দেখেছ!

চন্দ্র। চল যাওয়া যাক একবার, স্কুলটা বেড়িয়ে, আজ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে, বঙ্কিমবাবু কলকেতায় এসেছেন. তাঁর কাছে লাইব্রেরির জন্য খানকতক বই গাপ্ করতে হবে।

ঘন। বাবাকে বড় কেয়ার করি তা গোবিন্ বাঁড়ুয্যো আবার এসেছিল চালাকি করতে।

চন্দ্র। বাপের নাম করবো লোপ,
তবে হ'ব দেশের হোপ,
নেড়ে দাড়ি চেড়ে গোঁপ,
ষষ্ঠীবাবু স্পষ্ট বলেছে।

ঘন। জন্মেছি সব কুলের ধ্বজা,
হয়েছে বেজায় মজা,
ভারতমাতার আসন টলেছে।

বেণী। পূজিনাক ইট পাট্‌কেল,
দুর্গা কালী গোটে হেল,
বাবার ধর্ম্মে খালি ভেল,
ভাথ ভাই আমার কেমন বিদ্যে ফলেছে।

কৃষ্ণ। আমাদের জোড়া মেলা ভার,
কথায় ক্ষুরের ধার,
বাহাদুর বথার,
দেদার ইয়ারকি চলেছে।

সকলে। (গীত)

বেয়াদব বাপ দাদারে করিনাক কেয়ার।
(আমরা) সার্ট পরেছি, ব্যাট ধরেছি,
পার্ট করেছি হেয়ার ॥
না হ'তে সব পিউবার্টি, পেয়েছি ফুল লিবার্টি,
পেষ্টার করে মাষ্টার মশাই প্রাণে হয়না বেয়ার।

ট্রেনিং হয়েছে হাই, স্মোকিং তা'ই বার্ডসাই,
ফুটবলেতে মোর‍্যালিটী মজার য়্যাফেয়ার,
গোডিম ভাঙ্গেনি তবু পলিটিক্‌সে আছে সেয়ার ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইডেন গার্ডেন।

(প্যাগোডার সান্নিধ্য)

সস্ত্রীক সংস্কারকগণ।

মহিলাগণ। (গীত)

আমাদের প্রেম ধরেনা,
প্রেম ধরেনা প্রেম ধরেনা প্রেম ধরেনা সই।
হৃদয় ব'য়ে উথলে পড়ে ফুটছে মুখে খই ॥
শিখেছি প্রেম ব'য়ে পড়ে, বেড়াই পতির মাথায় চড়ে,
প্রেম বিল্‌তে এ ভারতে আসা মোদের রসময় ই ॥
হ'ল নারী ঘরের বা'র, ডর কররে কেন আর,
আঁচল ধরে বাচাল হ'য়ে, হ'বে সবাই ভারত জই।
প্রেম ধরমের মরম বোঝ দিতে ত কেউ কাতর নই॥

সজনী। মিসেস চাকি, আত্মারঞ্জিনী, দয়িতদলনী, দেখ কেমন সুরম্য স্থান, কি মধুর ঘাস।

দয়িত। চমৎকার! পবিত্র! আত্মাবল্লভ, এই প্রেমময় স্থানে কপাটী খেলতে কেমন?

বাঞ্ছা। ভগিনী দয়িতদলনি, আহা প্রেমপূর্ণ—প্রেমপূর্ণ!

ক্ষমা। (জনান্তিকে বাঞ্ছারামকে) মরণ আরকি, মাঠে এসে আবার কবাট দেওয়া ডুয়ি খেল্‌তে সাধ হ'ল; খবরদার পোড়ারমুখো খেলতে মেলতে যাসনি।

(চক্ষুবদ্ধ কন্দর্পের হস্ত ধরিয়া নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদে। রোয়েন কর্ত্তা হুরামুরি কৈরে চলবন না, চলবন না; হুস্তার হুস্তার, গাছের ওপর পা দিবন না, ওহানে লালমুখা কাষ্ঠ-পিল খারাইয়া আছে, য্যাহনি আইসে রোলের গুত্তা লাগাইব।

কন্দর্প। আরে থো কর তোর রোলের গুত্তা, আমার সর্ব্বনাশ অইল, য্যাহন ত্থা ত্থা চইক্ষের ফ্যাটা খুলিয়ে ত্থা, সজনীবাবু য্যাহানে আছেন ত্থাখতে পাচ্ছস।

নদে। বাবু ত কয়জনাই আছে, তানাগোর সাথে ত সব বাল বাল খাপস্থরাৎ মায়ালোক সব রইছে, চইক্ষের ফ্যাটা খুলে দিমু, তাগোর প্রানে নজর পরবে ত, আপনকার জ্বরবিকার অইব না?

কন্দর্প। ওরে না, তিনিরা সব সৈভ্যা বগ্নী, তানাগোর পানে তাকাইলে পরাণের বিতর পবিত্র প্রেম আচল পাচল করে, চিত্তবিকার কি অয়?

নদে। (চক্ষু খুলিয়া দিয়া) ত্থাহেন তবে বাল কইরে ত্থাহেন; গউরচন্দ্রই জানেন আপনাগোর কেমন মন, আমি ত ত্থাহি সোরকের মাইয়া লোগ অপিক্ষ্যা ইরা বোর জোবর ব্যাশ করছে।

সজনী। আসুন আসুন কন্দর্পবাবু, এদিকে এসে পড়েছেন, একা যে ভগিনী কই ?

কন্দর্প। আর বগিনী কই! আমার সর্ব্বনাশ অইছে, মাথা কাটা যাইছে, উদ্ধার কার্য্য একেবারে বন্ধ অইছে! আজিমায়েরে এত বুঝাইলাম, বিবাহের সমস্ত যোগার করলাম, আর অলপ্পায়ে বুরী কিনা রাত্র শ্যাষে আমার বার্য্যা সুবদ্রা বগিনীরে লইয়া ত্যাশে পলাইছে! সোজনীবাবু, ব্রাতা-বাঞ্ছারাম, বগিনীমণ্ডলী আপনগার সম্মুখে আমি আর মু ত্যাহাইতে পারছিনা, হালার বিটী আজিমা আমারে একেবারে ডুবাইল, বারত সোন্তান অইতি দিলনা, শান্তিদামে যাইতি দিলনা! ব্রাতা-বাঞ্ছারাম, আমি য়্যাহানেই চিৎ অইয়া শয়ন করি, বগিনী ক্ষ্যামাসুন্দরীরে কয়েন আমার গলায় পা চাপাইয়া মাইরে ফ্যালেন!

ক্ষমা। এই পোড়াকপালে না আপনার বুড়ো ঠানদিদির বিয়ে দিতে চেয়েছিল ? শো নির্ব্বংশের ব্যাটা শো, আর খেদ থাকে কেন, দিচ্ছি তোরে যমের বাড়ী পাঠিয়ে।

সজনী। কন্দর্পকান্ত দুঃখ কর'না, তোমার প্রতি বড়ই অত্যাচার হয়েছে স্বীকার করি।

বাঞ্ছা। ভেঁউ ভেঁউ, অত্যাচার! অত্যাচার! (ক্রন্দন)

ক্ষমা। এই নাও কলুর পোলা আবার চিক্কুরে উঠেছেন, চুঁচড়োর সং আমার থালি জ্বালা করছেন।

সজনী। এ অত্যাচারের প্রতিবিধান হ'বে, একজন ভ্রাতা শীঘ্রই পূর্ব্বাঞ্চলে যাবেন, তিনি আপনার স্ত্রী ও ঠানদিদিকে বীরদর্পে উদ্ধার করে আনবেন!

বাঞ্ছা। শান্তি, শান্তি, শান্তি—

ক্ষমা। আঃ মুখপোড়া, আবার সেই শাস্তিমাগীর নাম?

(একান্তে ষষ্ঠীবাবু ও নীরদার প্রবেশ)

ষষ্ঠী। চলে এস, আবার মাথায় কাপড় টানে, ফুলগুলো যে খারাপ হ'য়ে যাবে।

নীরদা। তোমার পায়ে পড়ি ভাই বাড়ী চল, আমি সত্যি সত্যি বলছি বড় ভয় করছে, ঐ দেখেছ উদিকপানে গোরাগুলো সব কেমন করে বেড়াচ্ছে।

ষষ্ঠী। ডারলিং, তুমি আমার ওয়াইফ হ'য়ে একটা সামান্ত গোরা দেখে ভয় কর, তুমি জান আমি এই হাতে ভারত উদ্ধার করবো; ছি ছি!

নীরদা। না বাবু, যদি হঠাৎ গায়ে হাত টাত দেয়!

ষষ্ঠী। কি গায়ে হাত দেবে—আমার সামনে! তখনি আমি তলোয়ারের চোটে—না হয় স্পীচের চোটে একেবারে তা'কে ভূমিসাৎ করবো তুমি জাননা!

সজনী। ওয়েলকম্! ওয়েলকম্! স্বাগত ষষ্ঠীবাবু! ভগিনীকে সঙ্গে করে এনেছেন,—কি সৌভাগ্য—কি সৌভাগ্য—জয় ভারতের জয়!

সকলে। জয় ভারতের জয়!

বাঞ্ছা। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—প্রেম—প্রেম!

ক্ষমা। এ মিনষের যে থালি থেকে থেকে প্রেম উথলে ওঠে গা বুড়োবয়সে যে ভারি রস!

ষষ্ঠী। নীরদা কিছু লজ্জাশীলা।

বাঞ্ছা। লজ্জাশীলা—কি অশ্লীল! কি অশ্লীল!

সজনী। এস মিসেস্ চাকি, তোমায় ইনট্রডিউস্ করে দি,

তুমি প্রিয় ভগিনীর লজ্জা ভঙ্গ করে দাও; ইনি হচ্ছেন মিসেস্ দয়িতদলনী চাকি—ইনি মিসেস্ নীরদাসুন্দরী ভ্যাটাভ্যাল।

ক্ষমা। অলপ্পেয়েরা নামগুলো পায় কোথায়! চাকি, বেলন, ভ্যাটাভ্যাল,—পোড়া একটা যদি মনিষ্যির মতন সোজা নাম থাকে।

দয়িত। ভগিনী নীরদা, তুমি কিসের লজ্জা কচ্ছো? আমরা যদি লজ্জা কর্‌বো তাহ'লে পুরুষেরা যে ভারত উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হয়েছে তাতে উৎসাহ দেবে কে? তুমি কি জাননা এই যে আমরা প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে স্বাধীন হ'য়ে বাইরে বেরুতে শিখেছি, এই বারেই অতি শীঘ্র ভারত উদ্ধার হ'বে; এস ভগ্নী আমরা ফুট্‌রেস করি,—দৌড়ুতে পারবে ত—একশিশি "কুন্তলীন" বাজী।

নীরদা। না ভাই আমি আজ এই সবে বেড়াতে এসেছি, দৌড়ন টৌড়ন আমার অভ্যাস নাই।

সজনী। ভগিনী দৌড়ুতে শিখতে হ'বে, প্রাণপণে দৌড়ুতে হ'বে, দৌড় দৌড় কেবল দৌড়, দৌড় ভিন্ন ভারতের স্বাধীনতার আর দ্বিতীয় উপায় নাই!

বাঞ্ছা। সত্যমেব জয়তে, ভ্রাতা—সত্যমেব জয়তে; প্রেয়সী-ভগিনী ক্ষমাসুন্দরী তাড়া করেন আমি দৌড় দিই, এইরূপে আমি ভারত উদ্ধারের উপায় অভ্যাস করি। (ক্রন্দন)

কন্দর্প। স্যা বারত উদ্ধার আমি খুব পারমু, কাল পারিয়ে পারিয়ে আমি খুব দৌড়দিতে পারমু।

(তিতুরামঠাকুরের প্রবেশ)

তিতু। শুনেছি যে অপরাহ্নকালে এইখানেই মেয়েমানুষ

নিয়ে পায়চারি করে থাকে। আছ কি বাবা, ও ব্যাটম্বলবাবু আছ কি? বলি এতটা পথশ্রম করে ভদ্রলোক এলুম সাড়া দাওনা বাবা।

দয়িত। ও কেও! সঙ্গ, সঙ্গ, হোয়াট্ এ ফ্রাইট্! বদ্‌চেহারা! বদ্‌চেহারা, সরে যেতে বল, নয়ত আমি মূর্চ্ছা যাব।

সজনী। দয়ি, ডার্লিং, ভয় নাই—ভয় নাই।

তিতু। কি ঠাকরুণ, অমন ত্যাওড়াচ্ছ ম্যাওড়াচ্ছ কেন, তিতুরাম গাঙ্গুলি, ভদ্রসন্তান, জ্যান্টলম্যান—তোমার চেয়ে বড় বড় ভদ্র মেয়েমানুষের বাড়ী আমার যাওয়া আসা আছে তা জান? ফিরিঙ্গী-কামিনীর হোথায় যদি তিতুরামের খাতিরটা দেখ ত অমনি বসে পড়, আমাদের যে দেখাটা আশটা তা বড় থামকা পাওয়া যায়না, মেজাজ আমীরি, বাবা নড়ে চড়ে কে! তবে আড্ডাধারী খুড়ো নূতন লাইসেনিটা পেয়ে কালীঘাটটা দিলে, ট্রামের গাড়ীতে করে নিয়ে গিয়েছিল তাই এতটা পৌছন গেছে।

সজনী। তুমি চাও কি, কা'কে খোঁজ?

ক্ষমা। মিনষে গুলিখোর বুঝি—

তিতু। ধাঃ বাঃ, ঠাকরুণ তুমিত দেখছি বাবা নেহাত বেরসিক, থামকা ভদ্রসন্তানকে অপমানের কথা কইছ! হাঁগ্যা বাবু, ব্যাটম্বলবাবু তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল না?

সজনী। ব্যাটম্বল কে?

তিতু। আহা, ঐ ষষ্ঠী কেষ্ট ব্যাটম্বল গো, এমন খেলোয়াড়ী নাম ত কখন শোনা যায়নি।

সজনী। ওঃ, ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যালকে খুঁজছ?

তিতু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ ব্যাটম্বলই বল আর বাতব্বলই বল, সবই এক, সুশ্রী সুচপ কোনটা বল; তিনি না তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন?

ষষ্ঠী। (অগ্রসর হইয়া) কে কে—আমার নাম হচ্ছিল না?

তিতু। হ্যাঁ বাবা, ঐ মোলায়েম নামই এখন জপমালা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, বোকনই ফাটুক, আর মালই ঝোসোড় হ'ক, পেছনে লেগেছ যে রকম, কাজেই দায়ে পড়ে নামটা মধ্যে মধ্যে করতে হয়; আড্ডাধারী খুড়ো বিশেষ ধরেছে পাকড়েছে তা'ই আবার তোমার ইস্তাজারিতে আসতে হয়েছে,—দেখ বাবা একটা কথা রাখ, আফিমটা ওঠাবার মতলবটা আশটী ছেড়ে দাও, নাহ'লে মদে আর দেশ রাখবে না বাবা;—লক্ষি লক্ষি লোকের পেটে কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি করে আরতির আসবাব জমে যাবে, আর কত শীষ্ট শান্ত প্রাচীন ব্যক্তি একটু আফিমের জোরে বেঁচে আছে, তাঁদেরও মহাপ্রাণীর হানি হবে।

ষষ্ঠী। হেথায় আবার ত্যক্ত করতে এসেছ—যাও যাও, তুমি গোল করনা, এখানে সব লেডিরা রয়েছেন।

তিতু। তা থাকলেনই বা লেডিসিপেরা,—তোমরাইবা কোন না রয়েছ, এমনত নয় যে আমি একাই পুরুষ মানুষ, তোমরা ত আর ব্যাকর্ণর ক্লীবলিঙ্গ নও।

সকলে। অশ্লীল, অশ্লীল!

তিতু। ও বাবা, এদের যে ভারি শ্লেষ্মার ধাত দেখছি। ব্যাকর্ণর কথাটি পর্য্যন্ত মুখে আনবার যো নেই; ছেলেবেলায় পড়াশোনা গিয়েছিল ভোলা কি যায়; তোমরা লাট গভর্ণর হ'লে দেখছি, ক্রমে মকরধ্বজ পর্য্যন্ত খাওয়া বন্ধ হ'বে, আর

মদনমোহনকে বাগবাজার ছাড়া করবে। সেই যে কথা আছে—জামাইকে বল্লে জামাই মুড়কী খাবে? জামাই বল্লেন "কি—খৈয়ে গুড় মেখে হয় মুড়কী, গুড় আসে গোরুর গাড়ীতে, গোরুর গাড়ী করে ক্যাঁচ ক্যাঁচ, ছুঁচোও করে ক্যাঁচ ক্যাঁচ,—তবে আমি কি ছুঁচো? আমার অপমান!" তোমরা যে সেই রকমই কথার অর্থ কর দেখতে পাই; তা থাক বাবা তোমরা তোমাদের লেডিসিপের বডিগার্ড হ'য়ে, আমি চল্লেম, কিন্তু আফিম যদি উঠিয়ে দাও তাহ'লে তোমাদের সর্ব্বনাশ হ'বে।

[প্রস্থান।

সজনী। ছি ছি, কবে এই সব নীচ লোক পৃথিবী হ'তে লোপ পাবে।

ক্ষমা। কেন, মন্দটা ও বলছিল কি; মদ খেয়ে হুটোপাটী করবার চেয়ে একটু একটু আফিম খাওয়া ভাল নয়? বাবার অমন পেটের অসুখ আফিমে সেরে গেল; আমাদের গাঁয়ের কায়েতদের কেষ্টটা কলকেতায় চাকরি করতে এসে মদ খেয়ে চাকরি খুইয়ে, পেটে কাঁসর ঘণ্টা হয়ে মরতে বসেছিল, এখন বাবার পরামর্শে আফিম ধরে কেমন হয়েছে;—বাইরে কোটাটি করলে, বৌকে দুপাঁচ ভরি সোণা দিয়েছে, ঠাকুর মশাইকে ডাকিয়ে মন্ত্র নিলে, কারুর পানে উঁচু নজরে চায়না,—শরীরও দিব্যি হয়েছে, আগেকার কেষ্টামাতালকে এখন আর চেনা যায়না।

(নেপথ্যে মত্ত সেলার) Drink to me. (গীত)

কন্দর্প। সজনীবাবু স্যাহেন ত, য়্যাড্ডা স্যালর না স্যাশা খাইয়ে এইবাগে আসচে?

সজনী। তাইত তাইত!

নীরদা। ওমা আমি কোথা যাব!

ষষ্ঠী। রস রস, আগে দেখা যা'ক ও কি রকম ইংরেজ, ভারতের শত্রু না ভারতের বন্ধু।

(সেলারের প্রবেশ ও সকলের সভয়ে দূরে গমন)

সেলার। (গীত) Drink to me,
Drink to me,
Drink to me,

বাঞ্ছা। ভগিনী ক্ষমাসুন্দরী সম্মুখীন হও আমি তোমার অন্তরালে যাই।

সেলার। Fine women indeed! come on my Rosebud.

ষষ্ঠী। Now—Sir—don't interfere—with এঁ-এঁ-এঁ—our ladies—

কন্দর্প। হাঁ ত সাহেব যাও, তু-তুমি অপর যায়গামে যাইয়ে-এ-এ—পাইচারি কর, হাম লোক হিঁয়া লেডিলেকে বায়ু সেবন কর-কর-করতা হায়, তুমি কাহে-এঁ-এঁ-মাতলামি করনে আয়া?

সেলার। Hang your gibberish you Chatter-Box; the ladies are mine. (ঘুষি তুলিয়া অগ্রসর হওন)

নীরদা। ও মাগো কি হবেগো!

ক্ষমা। দয়ি দৌড় দৌড়, পালিয়ে আয় পালিয়ে আয়!

পুরুষগণ। দৌড় দৌড়! ভারত উদ্ধার, ভারত উদ্ধার!

(অন্তরালে পলায়ন)

সেলার। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। (নীরদার পথ রোধ করণ.)

ষষ্ঠী। (উঁকি মারিয়া) একি! একি! এস ভাইসকলে সাহায্য কর, আমার নীরদাকে ধরেছে।

সজনী। উচিত উচিত, ভাই বাঞ্ছারাম সাহায্য কর সাহায্য কর।

বাঞ্ছা। অবশ্য অবশ্য; ওরে আয় মহাপাতকী ইংরেজ আমি তোকে প্রেম দিব প্রেম দিব, ওরে সরে আয় অজস্র প্রেম নিয়ে যা!

নীরদা। ওগো ওগো আমায় রক্ষা করগো, তুমি আমায় কেন এখানে আনলেগো, তুমি যে বলছিলে সাহেব টাহেব যদি আমার গায়ে হাত দেয় তুমি যে তা'কে মেরে ফেলবেগো, ওগো তুমি সরে এস আমায় বাড়ী নিয়ে যাও!

সেলার। Deary, don't be silly.

কন্দর্প। ও হালার,সাহেব বৌরি তুমি ছারান দেগা নেই, হ্যা হ্যা-হ্যাঁ-হ্যাথেগা, কনেষ্টবল বোলায়েগা?

নদে। ও কাষ্টপিল, ও কাষ্টপিল, ওরে হ্যাদে আয়, এট্টা বালমানষির মাইয়া মারা পরে দেখ আইসে।

সেলার। ভাগো ইউ জঙলি, Or else I will dash your brains out. (ঘুসি তুলিয়া অগ্রসর হওন)

সকলে। বাবারে বাবারে দৌড় দৌড়। (সকলের পলায়ন)

নীরদা। ও সাহেব তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও! আমি হিঁদুর মেয়ে, ভদ্রলোকের মেয়ে, আমি এখানে আসতে চাইনে, আমার সোয়ামী আমাকে জোর করে এনেছিল; ও সাহেব আমায় ছেড়ে দাও আমি আর কখনও আসব না! ওগো তুমি কি সত্যি সত্যি আমায় ফেলে পালিয়ে গেলেগা? এই কি তোমার বীরত্ব ফলানি! একটা সাহেবের কাছ থেকে তুমি তোমার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পাচ্ছনা, আর তুমি লড়াই করে ভারত স্বাধীন করবে! ওগো তোমরাও ত পাঁচজন ভদ্রলোক ছিলে, সবাই কি পালালে!

(ষষ্ঠীকৃষ্ণ অর্দ্ধ প্রবিষ্ট হইয়া)

ষষ্ঠী। সজনীবাবু এস, সকলে সাহায্য কর, কিঁ আমরা না ভারত-সন্তান—একজন মাতাল সেলার এসে আমার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক আট্‌কে রাখবে, আর আমরা কিছু করতে পারব না! বাঞ্ছারামবাবু চল অগ্রসর হও।

বাঞ্ছা। অনুতাপ করুন, অনুতাপ করুন, বিবাদে প্রয়োজন নাই, "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" সাহেবের গায়ে কথনও হাত তোলা যেতে পারেনা, পশুক্লেশ-নিবারিণী সভার লোক ধরে নিয়ে যাবে।

ষষ্ঠী। (অতি কাতরভাবে) Please leave my wife.

সেলার। Your wife! you brute; had she been your wife you wouldn't have stood there making faces.

নীরদা। ওগো এসগো, ওগো সকলে এসগো, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি,—ও ভাই তোমরাও ত মেয়েমানুষ, তোমাদের দৌড়ুন অভ্যাস আছে, তোমরা দৌড়ে পালালে, আমি পারলুম না বলে সকলে কি আমাকে এই পিশাচের হাতে ছেড়ে দেবে!

ক্ষমা। মুখপোড়ারা এতগুলো মিন্‌ষে রয়েছিস কোমর টোমর বেঁধে তেড়ে যা না, সকলে গিয়ে হুড়মুড় করে ব্যাটাকে ফেলে দিয়ে বুকে হাঁটু দিয়ে বস না।

বাঞ্ছা। ভগিনী তুমি যদি পার অগ্রসর হও, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

ক্ষমা। আমর মিন্‌ষে কলু, আমি মেয়েমানুষ এগিয়ে যাব, আর তোরা গাছের আড়ালে ল্যাজগুটীয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি।

ষষ্ঠী। এ অত্যাচার আমি কথনই সহ্য করবো না, কথনই

নয়;—আমি য়্যাজিটেসন করবো, টাউনহলে মনষ্টার মিটীং কন্‌ভিন্ করবো, সমস্ত কাগজে করেস্‌পণ্ডেন্স লিখব, শেষ পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত যাব,—দেখি আমার স্ত্রী আদায় হয় কিনা।

সজনী। এ অতি উত্তম কথা, আসুন এখনি একটা কমিটী ফর্‌ম্ করা যাক, এর জন্য পার্লামেণ্টে ডেলিগেট পাঠাতে হবে।

বাঞ্ছা। বিজ্ঞাপনটা লিখিয়া দিউন, আমি এখনি চাঁদার খাতা লইয়া বাহির হই, ভগিনীর উদ্ধারের জন্য গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভিক্ষা করবো।

ষষ্ঠী। প্রিয়ে তুমি ভেবনা নিশ্চিন্ত হও, তুমি জেন যে তোমার প্রতি যে এই অত্যাচার, এ হ'তে ভারতের অনেক মঙ্গল হ'বে; উপযুক্ত চাঁদা আদায় হয় যদি আমি স্বয়ংই ডেলি-গেট হয়ে বিলেত যাব, সেখানে পার্লামেণ্টে মহা আন্দোলনের ঢেউ তুলব, ষষ্ঠীকৃষ্ণ যে কত বড় বীর জগৎ তা টের পাবে; ঐ দুরাত্মা সেলারকে যথোচিত দণ্ড দিয়ে একদিন না একদিন তোমার সমক্ষে অপমান করবো।

সজনী। চলুন চলুন এখনি সভা করা যা'ক; ষষ্ঠীবাবু এবার আমি সভাপতি হ'ব।

ক্ষমা। ও অলপ্পেয়েরা! এখন ভদ্রলোকের মেয়েটা রইল সাহেবের হাতে পড়ে তোরা সভা করতে চল্লি কি?

সজনী। সব কাজই নিয়ম মত হওয়া চাই, আনপার্লা-মেণ্টেরি রকমে কিছু করা যেতে পারে না; চল চল সকলে চল, জয় ভারতের জয়!

সকলে। জয় ভারতের জয়!

নীরদা। সেকিগো তোমরা আমায় ফেলে কোথায় যাওগো!

সভা কি ? আমার যে এখন মান যায়, জাত যায়, প্রাণ যায়, ধর্ম্ম যায়! ওগো এ বিপদে কে আমায় রক্ষা করবেগো! ওগো আমার আপনার স্বামী যে আমায় দস্যুর হাতে ফেলে পালায়! ওমা দুর্গা, ওমা কালী, কোথায় হরি দয়াময়, তুমি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলে আজ এই অবলা কুলবালার লজ্জা রাখ!

সেলার। টুমি কেন ভয় করছো, আমি টোমায় খুব বাল্লা রাখবে, টোমার হজ্‌ব্যাণ্ড শালা কুট্টাকা মাফিক বাগছে, হামি আছে কি ভয়।

নীরদা। আমার স্বামী আমাকে বেশভূষা করতে, গাওনা বাজানা করতে শিখিয়েছেন, প্রেমের গল্প বিরহের কবিতা পড়তে শিখিয়েছেন, কখনও ধর্ম্ম-শিক্ষা দেন নাই, তা'ই ঠাকুর কখনও তোমায় ডাকিনে, তা বলে তুমি আমায় পরিত্যাগ করনা, দয়াময় হরি আমায় রক্ষা কর!

বাঙ্গা। পৌত্তলিকতা পৌত্তলিকতা! (ক্রন্দন)

(তিনকড়িমামা ও অশনির প্রবেশ)

তিন। কি এ—কি সর্ব্বনাশ! মেয়েমানুষের গলার কান্না শুনেই আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল যে আমাদের ঘরের অকাল-কুষ্মাণ্ডেরাই একটা কি কাণ্ড বাধিয়েছে; কে ষষ্ঠী না—ও স্ত্রী-লোকটী কে?

ষষ্ঠী। আমার স্ত্রী।

অশনি। ভাগ্যে তিনকড়ী মামা আমরা এই দিকটাতেই বেড়াচ্ছিলুম।

ষষ্ঠী। দেখ দেখ তিনকড়ী মামা, তুমি না আমায় ভারত

উদ্ধারের চেষ্টা ছাড়তে বল, আজ অত্যাচারটা দেখ, পাপিষ্ঠ মাতাল গোরার স্পর্দ্ধা দেখ!

তিন। তা'ত দেখছি, তা ঐ বালিকাটীকে একটা বদমায়েস সাহেব মাতাল হ'য়ে আক্রমণ করেছে এদেখেও তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে এখানে কি করছ?

অশনি। কাছেই স্কটটমসনের বাড়ী, সেখান থেকে খানিকটা নাইট্রোগ্লিসেরাইন এনে পিচকিরি দিলেই হ'ত, আপনি কচ্ছেন কি?

ষষ্ঠী। কি করছি, মনে করবেন না যে আমি চুপ করে আছি, এখনি সভা করবো লেক্‌চার দিব, পার্লামেণ্টে যাব, আপনি জানবেন এসব বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিনা।

কন্দর্প। আমি আরাই টাহা চাঁদা দিমু।

ক্ষমা। চুপ কর নির্ব্বংশের ব্যাটা—আওয়াজ দেখ!

তিন। চিকিৎসা করাও ষষ্ঠী চিকিৎসা করাও, তোমরা সত্যই পাগল হয়েছ! আপন স্ত্রীকে একটা দুর্ব্বৃত্ত মাতালের হাতে ফেলে তোমরা যাচ্ছ কিনা সভা করতে, চাঁদা তুলে বিলেতে গিয়ে পার্লামেণ্টে লেক্‌চার দিয়ে স্ত্রীকে উদ্ধার করবে? ধিক্! ধিক্! আপনার স্ত্রীকে অপমান হ'তে রক্ষা করবার ক্ষমতা নাই আবার স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা মুখে আন! তোমাদের গলায় দড়ি যোটেনা! এই একটা সামান্য গোরা, তোমরা এই ক'জন হয়েছ, মার খাবার ভয়ে ওর কাছে এগুতে পাচ্ছনা; না হয় দুঘা মারবে, না হয় মরে যাবে, তবু যে তোমার ধর্ম্ম-পত্নী, যা'র পৃথিবীতে তুমি বই আর সহায় নাই, রক্ষা করবার কেউ নাই, তা'র উদ্ধারে তুমি অগ্রসর হচ্ছনা; এত প্রাণে ভয়! যত দিন না

প্রাণ অপেক্ষা মানকে মূল্যবান জ্ঞান করবে ততদিন কলঙ্কিত জিহ্বায় স্বাধীনতার কথা উচ্চারণও করনা। বুঝতে পাচ্ছকি, সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী, একতা, এসব তোমাদের জিভ ছাড়িয়ে প্রাণে পৌঁছায়নি, অবলার ক্লেশ, আত্মোন্নতি, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, জাতীয় বল, দেশের মঙ্গল, এসবের ছায়াও তোমাদের প্রাণে নাই ;—কেবল হুজুক, কেবল সস্তায় নাম বাজান, কেবল নীচ সঙ্কীর্ণ আত্ম-স্বার্থসিদ্ধির নামান্তর মাত্র!

ষষ্ঠী। তিনকড়ি মামা আর বলনা, আর লজ্জা দিওনা, এঁরা সকলেই পালালেন আমিও সঙ্গে সঙ্গে তা'ই পালিয়ে এসেছি ; তুমি আমার যথার্থ হিতৈষী সহায় হও, আমি জানি তুমি হিঁদুয়ানিই কর আর সাবেকি চালেই চল, বিপদের সময় তোমার সাহস আছে, তুমি আমার নীরদাকে বাঁচাও, আমার মান বাঁচাও, আমি তোমার কাছে কেনা হ'য়ে থাকব, আমি এমন কর্ম্ম আর কখনও করবো না।

নীরদা। আপনি যে হ'ন আমার পিতা, আমি আপনার কন্যা, দুহিতার ধর্ম্ম রক্ষা করুন, প্রাণ বাঁচান!

তিন। নাউ জ্যাক লিভ দি লেডি।

সেলার। ওঃ জেমিনি! গো টু দি ডেভিল!

তিন। তোর কিচির মিচিরের নিকুচি করেছে, আমার বাড়ী জাঁহানাবাদ আমায় চেননা—একটী লাঠিতে তোর মাথাটী দোফাঁক করবো, হারামজাদা মাতাল!

সেলার। এই—এই—করকি তিনকড়ী মামা!

তিন। এঁ্যা! একি—কে এ!

সেলার। (পরচুল খুলিয়া) ফটিকচাঁদ দেবশর্ম্মণ, চক্রবর্ত্তী।

তিন। ফটিক!

নীরদা। দাদা!

সকলে। (বীরদাপে অগ্রসর হইয়া) অ্যাঁ বাঙ্গালি! আহা-হা-হা!

কন্দর্প। ও হালা এতক্ষণ তা বলনি আমি চাকা মারতেম।

ক্ষমা। চাকা কিরে নির্ব্বংশের ব্যাটা।

কন্দর্প। যা'কে তোমরা ইট্টে কও, সেই ইট্টে ছুরে মারতাম, শালা ঘ্যাশি লোক জানতি পারলে।

বাঞ্ছা। জয় ভারতের জয়! ওহোঃ কি ভ্রম কি ভ্রম! (ক্রন্দন)

ষষ্ঠী। ফটিকচাঁদ তোমার একি অন্যায়?

সজনী। আপনি জানেন বহুরূপী সেজে রাস্তায় বেরুলে পেনেলকোডের মতে শাস্তি হয়, থামকা থামকা আমাদের এ রকম ভয় দেখান ভাল হয়নি।

অশনি। বাস্তবিক ফটিকবাবু আপনি বড় র‍্যাশলি কাজ করেছেন, আপনি জানেন এ রকম হঠাৎ ভয় পেলে নারভস্ সিষ্টেমের ইলেকট্রিসিটী একেবারে খারাপ হ'য়ে যায়।

ফটিক। শোন সবাই, তোমরাত আপনা আপনি সব ভ্রাতা বল, "তা ষষ্ঠীবাবুকে যখন শালা বলে থাকি তখন সেই সম্পর্কে তোমরা সকলেই আমার শালাবাবু; তোমরা ত কিছুতেই আক্কেল পাওনা, বাতিক ভয়ঙ্কর বেড়েছে, সাহেবদের দেখা দেখি ঘরের স্ত্রীকে বাইরে বের করতেই হ'বে, তা'ই তোমাদের আক্কেল দেবার জন্য যা কখনও করিনে তা'ই করতে হ'ল, এই ম্লেচ্ছর পোষাক আজ পরতে হ'ল। আর গোল টোল করনা ঘরে যাও; এই সাজা সাহেব দেখেই সব ল্যাজ গুটীয়ে ছিলে, ভাব দেখি আজ সত্যি সত্যি যদি একটা কাণ্ড হ'ত তাহ'লে কি হ'ত! কি ভ্যাটাভ্যাল আর স্ত্রীস্বাধীনতা করবে?

তিন। এখন যাও আর গোল করনা; ফটিকচাঁদ ফষ্টিনষ্টি করুক আর যা'ই করুক আজ কৌশল করে তোমাদের যা শিক্ষা দিয়েছে এটী বেশ করে মনে রেখ; আগে আপনারা স্বাধীন হও, আত্ম-রক্ষা করতে শিক্ষা কর, তা'রপর স্ত্রীলোককে স্বাধীন করো; স্বামীর প্রধান কর্ত্তব্য স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করা, আদর যত্ন করা, ইহকাল পরকালে রক্ষা করা, সেইটী যেখানে যেমন অবস্থায় রেখে ভাল করে করতে পার তা'রির চেষ্টা কর।

ফটিক। কেমন শালা ভ্যাটাভ্যাল শুনাহায়? আপনার মা'র পেটের বৌন, কি করবো রং টং মেখে গোরা সেজেছিলুম, এরপর একটু আধটু হুইস্কি খাইয়ে সত্যি গোরা কা'র উপর কোন্ দিন নেলিয়ে দেব, ভাল মন্দ লোক যে যেখানে আছ সাবধান হও!

মহিলাগণ। (গীত)

ছি ছি ছি হবনা আর ঘরের বার।
কুলবালা কুলে রব মুখে আগুন সভ্যতার॥
প্রাণনাথ করি মানা, সাজিওনা আর বিবিয়ানা,
ঘরের লক্ষ্মী বাইরে এনে, দেশ দিওনা ছারেখার।
রমণী রতন হারে, যত্নে রাখ নিজাগারে,
হীরা মতি হাট বাজারে, কে বল ভাই ছড়ায় আর॥
যত চাও করবো মান, মানি ভেঙে নাথ রেখ মান,
কত টান প্রাণে প্রাণে বুঝব তখন কেমন কার;—
কাজনাই আর স্বাধীন হ'য়ে একদিনেতে পেলেম তার॥

যবনিকা।

(ষষ্ঠীকৃষ্ণ অর্দ্ধ প্রবিষ্ট হইয়া)

ষষ্ঠী। সজনীবাবু এস, সকলে সাহায্য কর, কি আমরা না ভারত-সন্তান—একজন মাতাল সেলার এসে আমার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক আট্‌কে রাখবে, আর আমরা কিছু করতে পারব না। বাঞ্ছারামবাবু চল অগ্রসর হও।

বাঞ্ছা। অনুতাপ করুন, অনুতাপ করুন, বিবাদে প্রয়োজন নাই, "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" সাহেবের গায়ে কখনও হাত তোলা যেতে পারেনা, পশুক্লেশ-নিবারিণী সভার লোক ধরে নিয়ে যাবে।

ষষ্ঠী। (অতি কাতরভাবে) Please leave my wife.

সেলার। Your wife ! you brute ; had she been your wife you wouldn't have stood there making faces.

নীরদা। ওগো এসগো, ওগো সকলে এসগো, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি,—ও ভাই তোমরাও ত মেয়েমানুষ, তোমাদের দৌড়ুন অভ্যাস আছে, তোমরা দৌড়ে পালাচ্চ, আমি পারলুম না বলে সকলে কি আমাকে এই পিশাচের হাতে ছেড়ে দেবে!

ক্ষমা। মুখপোড়ারা এতগুলো মিন্‌ষে রয়েছিস কোমর টোমর বেঁধে তেড়ে যা না, সকলে গিয়ে হুড়মুড় করে ব্যাটাকে ফেলে দিয়ে বুকে হাঁটু দিয়ে বস না।

বাঞ্ছা। ভগিনী তুমি যদি পার অগ্রসর হও, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

ক্ষমা। আমর মিন্‌ষে কলু, আমি মেয়েমানুষ এগিয়ে যাব, আর তোরা গাছের আড়ালে ন্যাজগুটীয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি।

ষষ্ঠী। এ অত্যাচার আমি কখনই সহ্য করবো না, কখনই

নয়;—আমি য়্যাজিটেসন করবো, টাউনহলে মনষ্টার মিটীং কন্‌ভিন্ করবো, সমস্ত কাগজে করেস্‌পণ্ডেন্স লিখব, শেষ পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত যাব,—দেখি আমার স্ত্রী আদায় হয় কিনা।

সজনী। এ অতি উত্তম কথা, আসুন এখনি একটা কমিটী ফর্‌ম্ করা যাক, এর জন্য পার্লামেণ্টে ডেলিগেট পাঠাতে হবে।

বাঞ্ছা। বিজ্ঞাপনটা লিখিয়া দিউন, আমি এখনি চাঁদার খাতা লইয়া বাহির হই, ভগিনীর উদ্ধারের জন্য গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভিক্ষা করবো।

ষষ্ঠী। প্রিয়ে তুমি ভেবনা নিশ্চিন্ত হও, তুমি জেন যে তোমার প্রতি যে এই অত্যাচার, এ হ'তে ভারতের অনেক মঙ্গল হ'বে; উপযুক্ত চাঁদা আদায় হয় যদি আমি স্বয়ংই ডেলিগেট হয়ে বিলেত যাব, সেখানে পার্লামেণ্টে মহা আন্দোলনের ঢেউ তুলব, ষষ্ঠীকৃষ্ণ যে কত বড় বীর জগৎ তা টের পাবে; ঐ দুরাত্মা সেলারকে যথোচিত দণ্ড দিয়ে একদিন না একদিন তোমার সমক্ষে অপমান করবো।

সজনী। চলুন চলুন এখনি সভা করা যা'ক; ষষ্ঠীবাবু এবার আমি সভাপতি হ'ব।

ক্ষমা। ও অলপ্পেয়েরা! এখন ভদ্রলোকের মেয়েটা রইল সাহেবের হাতে পড়ে তোরা সভা করতে চল্লি কি?

সজনী। সব কাজই নিয়ম মত হওয়া চাই, আনপার্লামেণ্টেরি রকমে কিছু করা যেতে পারে না; চল চল সকলে চল, জয় ভারতের জয়!

সকলে। জয় ভারতের জয়!

নীরদা। সেকিগো তোমরা আমার ফেলে কোথায় যাওগো!

সভা কি ? আমার যে এখন মান যায়, জাত যায়, প্রাণ যায়, ধর্ম্ম যায়! ওগো এ বিপদে কে আমায় রক্ষা করবেগো! ওগো আমার আপনার স্বামী যে আমায় দস্যুর হাতে ফেলে পালায়! ওমা দুর্গা, ওমা কালী, কোথায় হরি দয়াময়, তুমি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলে আজ এই অবলা কুলবালার লজ্জা রাখ!

সেলার। টুমি কেন ভয় করছো, আমি টোমায় খুব বালো রাখবে, টোমার হজ্‌ব্যাণ্ড শালা কুট্টাকা মাফিক বাগছে, হামি আছে কি ভয়।

নীরদা। আমার স্বামী আমাকে বেশভূষা করতে, গাওনা বাজানা করতে শিখিয়েছেন, প্রেমের গল্প বিরহের কবিতা পড়তে শিখিয়েছেন, কখনও ধর্ম্ম-শিক্ষা দেন নাই, তা'ই ঠাকুর কখনও তোমায় ডাকিনে, তা বলে তুমি আমায় পরিত্যাগ করনা, দয়াময় হরি আমায় রক্ষা কর!

বাঙ্গা। পৌত্তলিকতা পৌত্তলিকতা! (ক্রন্দন)

(তিনকড়িমামা ও অশনির প্রবেশ)

তিন। কি এ—কি সর্ব্বনাশ! মেয়েমানুষের গলার কান্না শুনেই আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল যে আমাদের ঘরের অকাল-কুষ্মাণ্ডেরাই একটা কি কাণ্ড বাঁধিয়েছে; কে ষষ্ঠী না—ও স্ত্রী-লোকটী কে ?

ষষ্ঠী। আমার স্ত্রী।

অশনি। ভাগ্যে তিনকড়ী মামা আমরা এই দিকটাতেই বেড়াচ্ছিলুম।

ষষ্ঠী। দেখ দেখ তিনকড়ী মামা, তুমি না আমায় ভারত

উদ্ধারের চেষ্টা ছাড়তে বল, আজ অত্যাচারটা দেখ, পাপিষ্ঠ মাতাল গোরার স্পর্দ্ধা দেখ!

তিন। তা'ত দেখছি, তা ঐ বালিকাটীকে একটা বদমায়েস সাহেব মাতাল হ'য়ে আক্রমণ করেছে এদেখেও তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে এখানে কি করছ?

অশনি। কাছেই স্কটটমসনের বাড়ী, সেখান থেকে খানিকটা নাইট্রোগ্লিসেরাইন এনে পিচকিরি দিলেই হ'ত, আপনি কচ্ছেন কি?

ষষ্ঠী। কি করছি, মনে করবেন না যে আমি চুপ করে আছি, এখনি সভা করবো লেক্‌চার দিব, পার্লামেণ্টে যাব, আপনি জানবেন এসব বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিনা।

কন্দর্প। আমি আরাই টাহা চাঁদা দিমু।

ক্ষমা। চুপ কর নির্ব্বংশের ব্যাটা—আওয়াজ দেখ!

তিন। চিকিৎসা করাও ষষ্ঠী চিকিৎসা করাও, তোমরা সত্যই পাগল হয়েছ! আপন স্ত্রীকে একটা দুর্ব্বৃত্ত মাতালের হাতে ফেলে তোমরা যাচ্ছ কিনা সভা করতে, চাঁদা তুলে বিলেতে গিয়ে পার্লামেণ্টে লেক্‌চার দিয়ে স্ত্রীকে উদ্ধার করবে? ধিক্! ধিক্! আপনার স্ত্রীকে অপমান হ'তে রক্ষা করবার ক্ষমতা নাই আবার স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা মুখে আন! তোমাদের গলায় দড়ি যোটেনা! এই একটা সামান্য গোরা, তোমরা এই ক'জন রয়েছ, মার খাবার ভয়ে ওর কাছে এগুতে পার্চ্ছনা; না হয় দুঘা মারবে, না হয় মরে যাবে, তবু যে তোমার ধর্ম্ম-পত্নী, যা'র পৃথিবীতে তুমি বই আর সহায় নাই, রক্ষা করবার কেউ নাই, তা'র উদ্ধারে তুমি অগ্রসর হচ্ছনা; এত প্রাণে ভয়! যত দিন না

প্রাণ অপেক্ষা মানকে মূল্যবান জ্ঞান করবে ততদিন কলঙ্কিত জিহ্বায় স্বাধীনতার কথা উচ্চারণও করনা। বুঝতে পাচ্ছকি, সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী, একতা, এসব তোমাদের জিভ ছাড়িয়ে প্রাণে পৌঁছায়নি, অবলার ক্লেশ, আত্মোন্নতি, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, জাতীয় বল, দেশের মঙ্গল, এসবের ছায়াও তোমাদের প্রাণে নাই ;—কেবল হুজুক, কেবল সস্তায় নাম বাজান, কেবল নীচ সঙ্কীর্ণ আত্ম-স্বার্থসিদ্ধির নামান্তর মাত্র!

ষষ্ঠী। তিনকড়ি মামা আর বলনা, আর লজ্জা দিওনা, এঁরা সকলেই পালালেন আমিও সঙ্গে সঙ্গে তা'ই পালিয়ে এসেছি ; তুমি আমার যথার্থ হিতৈষী সহায় হও, আমি জানি তুমি হিঁদুয়ানিই কর আর সাবেকি চালেই চল, বিপদের সময় তোমার সাহস আছে, তুমি আমার নীরদাকে বাঁচাও, আমার মান বাঁচাও, আমি তোমার কাছে কেনা হ'য়ে থাকব, আমি এমন কর্ম্ম আর কখনও করবো না।

নীরদা। আপনি যে হ'ন আমার পিতা, আমি আপনার কন্যা, দুহিতার ধর্ম্ম রক্ষা করুন, প্রাণ বাঁচান!

তিন। নাউ জ্যাক লিভ দি লেডি।

সেলার। ওঃ জেমিনি! গো টু দি ডেভিল।

তিন। তোর কিচির মিচিরের নিকুচি করেছে, আমার বাড়ী জাঁহানাবাদ আমায় চেননা—একটী লাঠিতে তোর মাথাটী দোফাঁক করবো, হারামজাদা মাতাল!

সেলার। এই—এই—করকি তিনকড়ী মামা!

তিন। এঁ্যা! একি—কে এ!

সেলার। (পরচুল খুলিয়া) ফটিকচাঁদ দেবশর্ম্মণ, চক্রবর্ত্তী।

তিন। ফটিক!

নীরদা। দাদা!

সকলে। (বীরদাপে অগ্রসর হইয়া) অ্যাঁ বাঙ্গালি! আহা-হা-হা!

কন্দর্প। ও হালা এতক্ষণ তা বলনি আমি চাকা মারতেম।

ক্ষমা। চাকা কিরে নির্ব্বংশের ব্যাটা।

কন্দর্প। যা'কে তোমরা ইট্রে কও, সেই ইট্রে ছুরে মারতাম, শালা স্থাশি লোক জানতি পারলে।

বাঙ্গা। জয় ভারতের জয়! ওহোঃ কি ভ্রম কি ভ্রম! (ক্রন্দন)

ষষ্ঠী। ফটিকচাঁদ তোমার একি অন্যায়?

সজনী। আপনি জানেন বহুরূপী সেজে রাস্তায় বেরুলে পেনেলকোডের মতে শাস্তি হয়, খামকা খামকা আমাদের এ রকম ভয় দেখান ভাল হয়নি।

অশনি। বাস্তবিক ফটিকবাবু আপনি বড় র‍্যাশলি কাজ করেছেন, আপনি জানেন এ রকম হঠাৎ ভয় পেলে নারভস্ সিষ্টেমের ইলেকট্রিসিটী একেবারে খারাপ হ'য়ে যায়।

ফটিক। শোন সবাই, তোমরাত আপনা আপনি সব ভ্রাতা বল, তা ষষ্ঠীবাবুকে যখন শালা বলে থাকি তখন সেই সম্পর্কে তোমরা সকলেই আমার শালাবাবু; তোমরা ত কিছু-তেই আক্কেল পাওনা, বাতিক ভয়ঙ্কর বেড়েছে, সাহেবদের দেখা দেখি ঘরের স্ত্রীকে বাইরে বের করতেই হ'বে, তা'ই তোমাদের আক্কেল দেবার জন্য যা কখনও করিনে তা'ই করতে হ'ল, এই ম্লেচ্ছর পোষাক আজ পরতে হ'ল। আর গোল টোল করনা ঘরে যাও; এই সাজা সাহেব দেখেই সব ল্যাজ গুটায়ে ছিলে, ভাব দেখি আজ সত্যি সত্যি যদি একটা কাণ্ড হ'ত তা'হ'লে কি হ'ত! কি ভ্যাটাভ্যাল আর স্ত্রীস্বাধীনতা করবে?

তিন। এখন যাও আর গোল করনা; ফটিকচাঁদ ফষ্টিনষ্টি করুক আর যা'ই করুক আজ কৌশল করে তোমাদের যা শিক্ষা দিয়েছে এটী বেশ করে মনে রেখ; আগে আপনারা স্বাধীন হও, আত্ম-রক্ষা করতে শিক্ষা কর, তা'রপর স্ত্রীলোককে স্বাধীন করো; স্বামীর প্রধান কর্ত্তব্য স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করা, আদর যত্ন করা, ইহকাল পরকালে রক্ষা করা, সেইটী যেখানে যেমন অবস্থায় রেখে ভাল করে করতে পার তা'রির চেষ্টা কর।

ফটিক। কেমন শালা ভ্যাটাভ্যাল শুনাছায়? আপনার মা'র পেটের বোন, কি করবো রং টং মেখে গোরা সেজেছিলুম, এরপর একটু আধটু হুইস্কি খাইয়ে সত্যি গোরা কা'র উপর কোন্ দিন নেলিয়ে দেব, ভাল মন্দ লোক যে যেখানে আছ সাবধান হও!

মহিলাগণ। (গীত)

ছি ছি ছি হবনা আর ঘরের বার।
কুলবালা কুলে রব মুখে আগুন সভ্যতার॥
প্রাণনাথ করি মানা, সাজিওনা আর বিবিয়ানা,
ঘরের লক্ষ্মী বাইরে এনে, দেশ দিওনা ছারেখার।
রমণী রতন হারে, যত্নে রাখ নিজাগারে,
হীরা মতি হাট বাজারে, কে বল ভাই ছড়ায় আর॥
যত চাও করবো মান, মানি ভেঙে নাকি রেখ মান,
কত টান প্রাণে প্রাণে বুঝব তখন কেমন কার;—
কাজনাই আর স্বাধীন হ'য়ে একদিনেতে পেলেম তার॥

যবনিকা।